কৌরব-কলঙ্ক।

(নাটক)

শ্রীকালী ভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত

শ্রীগিরিশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

নারায়ণগঞ্জ, কিশোর-যন্ত্রে
শ্রী অশ্বিনী কুমার ঝম্পটী দ্বারা মুদ্রিত

উপহার।

সঙ্গীতামোদী, উদারহৃদয়, ভাওলাধিপতি,

মদাত্মীয়,

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরকে

এই গ্রন্থখানি

উপহার

প্রদত্ত

হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

পাঠকগণ মধ্যে যাহারা আমার রচিত "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" নামক কাব্য খানি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই নাটক খানি পড়িয়া হয়ত বলিতে পারেন যে নিজরচিত কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে আবার নিজের নাটক লিখিতে যাওয়া হাস্য জনক বই আর কিছুই নহে। এই কথার একটুকু কৈফিয়ত দেওয়া এখানে দরকার;— গত বৎসর চৈত্র মাসে ঢাকা আড়িয়ল গ্রামের "এডোয়ার্ড থিয়েটার কোম্পানী," আমার "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" কাব্য অবলম্বনে আমার দ্বারা একখানি নাটক লিখাইয়া, তাহা অভিনয় করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তদনুসারে গত বৈশাখ মাসে অতি তাড়াতাড়ী উক্ত কাব্য খানি নাটকাকারে পরিণত (Dramatised) করিয়া দেই। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত থিয়েটারে ঐ নাটক খানি অভিনীত হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে অভিনয় অতি সন্তোষ জনক হইয়াছিল। ইহারপর অন্যান্য স্থান হইতে, এই নাটকখানি অভিনয় করিবার জন্য কতিপয় মহাত্মা আগ্রহপ্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই কালীগঞ্জের ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক এই নাটক খানি অভিনয় করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। এই সমস্ত কারণেই এই নাটক খানি মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। এডোয়ার্ড থিয়েটারে যে নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তদপেক্ষা বর্ত্তমান বই খানি একটুকু বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বিশেষ কারণে ঠেকিয়াই এই গ্রন্থ খানিও অতি তাড়াতাড়া লিখিত ও মুদ্রিত হইল। সুতরাং ইহাতেও যে নানা প্রকার দোষ রহিয়া গেল, তাহা বলাই বাহুল্য আমি নিজেই গ্রন্থখানি একটুকু ভালরূপ দেখিয়া দেওয়ার সুবিধা পাই নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আড়িয়লের নাট্য সমিতির এক মাত্র উৎসাহেই আমার এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য আমি উক্ত থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ বিশেষতঃ উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

আমার এই গ্রন্থ খানির মুদ্রণ বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের ভারই, আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ধব গ্রহণ করায়, আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি।

কালীগঞ্জ (ঢাকা)
৯ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সন

শ্রীকালীভূষণ শর্ম্মা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিষ্ণু।
কৃষ্ণ।
যুধিষ্ঠির।
ভীম।
অর্জ্জুন।
নকুল।
অভিমন্যু।
দুর্য্যোধন।
দুঃশাসন।
দ্রোণ।
শকুনি।
কর্ণ।
কৃপাচার্য্য।
জয়দ্রথ।
অশ্বত্থমা।
বিদুর।
নারদ।
বিদূষক।
জয়, বিজয়।
লক্ষণ।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী।
রোহিণী।
সুভদ্রা।
উত্তরা।
সুমিত্রা।
ব্রাহ্মণী।
সখীগণ।
জল দেবীগণ।



কৌরব-কলঙ্ক।

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌরব শিবির সম্মুখীন রাজ পথ।

(শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"
প্রতিহিংসা--প্রতিহিংসা মূল মন্ত্র মোর।
বহু বাকী—বহু বাকী—
শকুনির মনোবাঞ্ছা হইতে পূরণ,
এখনও বহু বাকী।
পিতার প্রদত্ত এই পাশার সাহায্যে,

খেলিয়াছি যেই খেলা,
তাহারই প্রভাবে
এই কুরুক্ষেত্র মহারণ।
বাহুবল পাণ্ডবের,
শকুনির অক্ষবল,
কাহার শ্রেষ্ঠত্ব আমি করিব স্বীকার?
কিন্তু দুঃখ মনে,
কপটী বলিয়া মোরে নিন্দে সর্ব্বজন।
আর—যিনি কপটের চূড়ামণি ভবে,
লীলাময় বলি' তাঁরে পূজিছে জগত।
সংসারের গতি এই!
দীন যদি বহু ভাষে
ধৃষ্ট বা বাতুল বলি' হাসিবে সকলে;
আর রাজা—যদি হ'ন বহুভাষী,
সুবক্তা, সুভাষী বলি'
আদরিবে তাঁরে সর্ব্বজন!
যাই—দুর্য্যোধন ক'রেছে স্মরণ
যাইতে মন্ত্রণা গৃহে
নিশীথ সময়ে। (প্রস্থান)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। এই চিত হ'য়ে থুথু ফেলা আর রাজা রাজরার সঙ্গে এয়ারকি খেলা একই জিনিস। চিত হ'যে থু-থু ফেল্লে তা'

আপন বুকেই পড়ে, আর বড় লোকের সঙ্গে এয়ারকি ঠোক্‌তে গেলেও গরীবের নিজ কপালটি খাওয়া হয়। তবে দিন কতক খুব মজা মে'রে নেওয়া যায়। হৃ ধাতুর যত গুল উপসর্গযুক্ত কথা আছে, তা প্রায় সবই হ'য়ে থাকে ঃ- আহার, বিহার, উপহার ত বেশ জোটে—সময় সময় প্রহারও পাওয়া যায়, শেষ সংহার পর্য্যন্ত ঘট্‌তে বিচিত্র নাই। এই দেখনা কেন, এই রা'ত দুপরে যার বাড়ীতে মরা মরে নাই সে ভিন্ন আর কে কোথা জেগে' আছে? তা' শোনে কে? রাজা দুপর রাত পর্য্যন্ত জেগে মন্ত্রণা করবেন—মন্ত্রণা আর কি, কারো সর্ব্বনাশ কর্‌বেন, তাই কারো ঘুমটুকু যাওযার যো নেই। গিন্নী ওরফে ব্রাহ্মণী শুয়েছেন বা গৃহে শান্তি দান করিয়া শয্যা শায়িনী হয়েছেন, মন্ত্রণা গৃহে যাওয়ার কথাটা বলে' আসা হয়নি, কাজটা ভাল হয়নি'। দেখ্‌লেম গিন্নী তার সেই সুডোল, সুগোল, নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ দেহটা শয্যার উপর রেখে' "প্রাবৃট-জীমূত মন্দ্র সদৃশ নির্ঘোসে" নাসাধ্বনি করছেন। তাই এ গরীব তার এই পৈত্রিক প্রাণটার মায়ায় সেখানে এগোতে সাহস পায়নি। সকালে গৃহে ফির্‌লে যখন সেই চামুণ্ডা মূর্ত্তি সম্মার্জ্জনী হাতে নিয়ে এই অসুর দলনে উদ্যত হবেন তখন "দেহি পদ পল্লব মুদারম্‌" প্রভৃতি স্তুতি ভিন্ন আর এ অধমের গত্যন্তর নেই। (হঠাৎ রাস্তার সম্মুখদিকে চাহিয়া) এই দুপুর রেতে হন হনিয়ে কে আস্‌ছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। অ্যাঁ--অ্যাঁ--

ঠিক সেই হ্নমণ চেহারাটা, ঠিক্ সেই ত বটে। মামা ঠাকুর,—কত্তার শালা-শকুনি মামা আসছেন! আহা বাবাজীর আমার কি দেলখোস্ চেহারাটা, দেখ্‌লেই হাড়ি ফুটে যায়! নামটিও ঠিক হয়েছে—শকুনি! ঠিক্ শকুনি ই বটে! তা' না হ'লে আর এই কুরুবংশটা ছার খাবে যাবে কি করে? মহাজন বাক্য আছে "মাতুলাঃ গৃহ নাশায় সর্ব্বনাশায় শ্যালকাঃ" অর্থাৎ মামা কি শালা যে গৃহের কর্ত্তা সেই গৃহ শীঘ্রই রসাতলে যেয়ে থাকে। হা বিধাতঃ, এমন রত্ন তুমি কোথায় ব'সে সৃজন করেছিলে তা' তুমিই জান।

(শকুনির প্রবেশ)

শকু। কিরে বামুন, রাত দুপরে বির্ বির্ ক'রে কি বক্‌তে বক্‌তে যাচ্ছিস্।

বিদূ। (স্বগত) আহা কি মধুর সম্ভাষণ! "অমৃতং বাল ভাষিতং"। (প্রকাশ্যে) আঁজ্ঞে—আঁজ্ঞে— এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে মহাশ্মশান প্রতিদিনই তয়ের হচ্ছে তা'তে শকুনি গৃধিনীর বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়েছে, তাই মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র জপছি।

শকু। মুখ সামলিয়ে কথা ক'স্। কা'কে কি বলছিস্ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

বিদূ। অ্যাঁ—অ্যাঁ— বটে! তা' আপনি! মামা ঠাকুর! তা' অন্ধকারে মালুম কত্তে পারিনি। তা বাবা আমার ইআর কি অপরাধ! এরূপ আঁধারের সঙ্গে তোমার ঐ

দেল্‌খোস্‌ চেহারা খানা মিলে "সোণায় সোহাগা" হ'বার উপক্রম হয়েছিল, তবে তুমি সারা দিলে, তাই রক্ষে আবার তুমি এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলে যে বামন ফলারের নেমন্তন্ন পে'লে ও অত তাড়াতাড়ি যে'তে পারেনা। তা যা'ক্, এখন জিজ্ঞেস্‌ করি, মামাঠাকুর এত রাত্রে যা'চ্ছ কোথা?

শকু। বেটার মুখে যা' আসে তাই বলে। যাচ্ছি তোর পিণ্ডি দিতে।

বিদূ। তা বাবা তোমার মত পুত্র হ'লে বাপকে জীবিতাবস্থায়ই পিণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে থাকে। তা বেশ বাবা, দাও আগেই দিয়ে রাখ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হ'লে পিণ্ড দিতে ত আর কেউ থাক্‌বেনা। তাই আগেই ব্যবস্থা ক'রে রাখ্‌ছো, তা ভাল ভাল। "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা

শকু। দেখ্‌ বামুন, তুই বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌বি ত তোকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দেব। মহারাজকে ব'লে তোর ভিটায় ঘুঘু চড়াব।

বিদূ। সে শক্তি বিলক্ষণ আছে। তুমি দুর্য্যোধনের মামা, আমাদের বুড় কত্তার শালা, তা তোমার ঐ ক্ষমতা থাক্‌বেনা ত থাকবে কার? আজ কাল্‌কার দিনে তোমাদেরই ত পসার। তা ভিটায় ঘুঘু চড়াবার ভয় দেখাচ্ছ, সে'টা আমার ভিটায় চড়ুক আর নাই চড়ুক, কিন্তু মহারাজের ভিটায় যে চড়্‌বে তা'র আর সন্দেহ নেই। এখন তোমার হাত যশঃ আর মহারাজের অদৃষ্ট। তা যাক্

সে কথা। এখন রাত দুপরে কোথা যাওয়া হচ্ছে, বলে' সটান চলে' যাও না বাবা?

শকু। (সক্রোধে) যাচ্ছি তোর যমের বাড়ী।

(শকুনির প্রস্থান)

বিদু। যাও বাবা, যাও। তা কুরুযুদ্ধে সবাইকে এক পথের পথিক হ'তে হ'বে। সে জন্য আর অত চোখ্ রাঙ্গানি কেন? বেটার জ্বালায় এই কুরুপুরে কারো সুখে থাকার যো নেই। আমরা বাবা বামুন জা'ত, পেটে যোগাড়টা চির-কালই ত আমাদের পদসেবী। কিন্তু এতবড় রাজ-বাড়ীতে থেকেও এই বেটার জ্বালায় উদরজ্বালা উপযুক্ত-রূপে দূর কত্তে পারিনে! তা যাক্, এখন মন্ত্রনা গৃহের দিকে যাওয়া যাক্। বেটাকে চটিয়ে দিয়েছি, এখন আবার একটা গোল না বাধালে হয়। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

(প্রস্থান)

—:০:—

২য় গর্ভাঙ্ক।

কৌরব-শিবির।

মন্ত্রনা-গৃহ।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোনাচার্য্য, কর্ণ, ক্বপাচার্য্য ও শকুনি আসীন।

দুঃশা। বিশাল বারিধি নীরে ঝটিকা দেখিয়া,
কে দেয় ছাড়িয়া হাল হতাশ্বাস হ'য়ে?
যে বিপদ-সিন্ধু মাঝে ভাসে কুরুকুল,
এ'ভাবে রহিলে তাহা হ'বে কি উদ্ধার?
জ্বলন্ত বস্ত্রের শিখা না কর নির্ব্বাণ,
দহিবে সে কলেবর নাপা'বে নিস্তার।
হ'ব অগ্রসর সবে, দেখাব কেমনে
নাশয়ে অরাতিকুল ক্ষত্রিয় কুমার।
ছি-ছি দাদা, একি তব খেদের সময়?
ভবপূজ্য আর্য্যসুত ক্ষত্রিয় সন্তান,
কভু কাপুরুষভাব সাজেকি তাদের?
সিংহেরকুমারে কেন শৃগালের ভয়?
বীর দাপে যোদ্ধৃগণ সাজ একবার,
দণ্ডিব পাণ্ডবে সবে সম্মুখ সমরে।

দুর্য্যো। সত্য যা কহিলে ভ্রাতঃ, কিন্তু ভেবে দেখ,

বিধাতা নির্দয় এবে কুরুকুল প্রতি।
অতুল বীরের পুঞ্জে পূর্ণ কুরুকুল,
প্রতাপে কাঁপয়ে ধরা থর্ থর্ থয়ে',
কি ফল তাহাতে হায়? বিপুল ঐশ্বর্য্যে
যে লাভ যক্ষের ভ্রাতঃ, তেমতি আমার
এ বীর বৃন্দের আশা আকাশ-কুসুম।
বিধাতা নিদয় যদি না হ'বে আমায়,
তবে কি অকালে শর-শয্যাতে শয়ন
করিতেন পিতামহ বীর-চূড়ামণি?
অকূল পাথারে ভাসে জীবনের তরী,
কূল নাহি পাই ভাই, কি করি উপায়?
গেল মান, গেল বীর্য্য, গৌরবাদি সব,
এত দিনে তাঙ্গে বুঝি প্রতিজ্ঞা আমার।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগতঃ) তা' আগেই বুঝেছি। "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।" বিশেষতঃ মামা শকুনি এসে আবার যোগ দিয়েছেন। "একা রামে রক্ষা নাই, তায় সুগ্রীব সারথী' এর পরিণাম যে একটা বিষম দাঁড়াবে তার আর সন্দেহ নেই। তা যাক্ এখন। (প্রকাশ্যে) মহারাজের জয় হউক।

দুর্য্যো। এস, এস বয়স্য,
হের হের সখা তব
ভাসে আজ চিন্তার পাথারে,

কর সবে এবে
উপযুক্ত যুক্তি যেবা হয়।

বিদূ। "হাতী ঘোড়া গেল তল ভেড়া বলে কত জল" মহারাজের শত শত মহারথী থাকৃতে পরামর্শ জিজ্ঞেস্ কচ্ছেন এই আলাচাল আর কাচ্‌কলার বামুনের কাছে? এইত মহারাজের বুদ্ধির জাহাজ মাতুল মহাশয়ই স্বাক্ষাৎ স্বয়ং সশরীরে, সজ্ঞানে সাম্‌নে বর্ত্তমান রয়েছেন। আমরা হ'লেম বামুন জাত, যুদ্ধ ফুদ্ধর খবরটা অনেক কম রাখি। তবে রাজা এ কথা ব'লে রাখি— শেষকালের চিন্তাটা সর্ব্বদা ক'রো। "মিষ্টানম্ ইতরে জনা" ত আছেই, তারপর খাজা, গজা, লুচি, কচুরী, সন্দেশ, জিলেপী, মণ্ডা, রসগোল্লা ইত্যাদির ব্যবস্থাটা প্রচুর পরিমানেই রেখো। তবে মহারাজ তার যোগাড় এক রকম মন্দ রাখেন্ নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা যতদিন সজোরে চল্‌বে, ততদিন ফলারের মাত্রাটাও বেশ থাকৃবে। তবে শকুনি গৃধিনীর উৎপাতটা যা'তে না বাড়ে তা'ই সর্ব্বদা দেখো।

দুর্য্যো। সখে, সখে, রহস্যপূর্ণ বাক্যাবলী তব
দেয় বহু উপদেশ।
কিন্তু বৃথা-বৃথা সখা
দাবানলে দহে প্রাণ,
পু'ড়ে গেল পুড়ে গে
রক্ষা কর মোরে।

কৃপা। কেন এত অনুতাপ আসন্ন সম

অবহেলে লঙ্ঘিযাছ গুরু-উপদেশ।
কেনহে যাতনা এবে ভুঞ্জিছ অবোধ?
পরে কিহে মনে, যবে কহিলা কাতরে,
আগম-নিগম-জ্ঞানী পিতামহ তব—
বিনাযুদ্ধে পঞ্চগ্রাম দিতে পাণ্ডবেবে,
মাতিয়া যৌবন মদে অবহেলি তাহে,
ভুঞ্জ প্রতিফল এবে যথোচিত তার,
এখনো মঙ্গল যদি করহ কামনা,—
যুধিষ্ঠিব মহামতি ধর্ম্ম-অবতাব—
জগত মঙ্গল, আর বংশের গৌরব—
পায়ে ধরি তার কর শান্তি সংস্থাপন,
কৌরব-সাম্রাজ্য লক্ষ্মী রহিবে অটুট্।

কর্ণ। (সরোষে)

ধিক্ তোমা কৃপাচার্য্য ধিক্ শতবার,
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ তুমি, তাই এত ভয়,
অরাতি সূদনে তব এত যদি ত্রাস,
কে চাহে তোমারে? কর গৃহে পলায়ন।
পূর্ণিমা নিশীথে আর খদ্যোত আলোক
কিবা প্রায়াজন? বৃথা কেন তুমি আর
করিছ শমনে ত্রাস শঙ্কিত ব্রাহ্মণ?
কিছার পাণ্ডব, যদি একা কর্ণ রোষে?
কেনহে রাজেন্দ্র আর বসিয়ে কাতরে,
তপনের কিবা ভয় হুতাশন তেজে?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাজহে বীরেন্দ্র বৃন্দ, চলহে সকলে,
দেখাইব কত বীর্য্য ধরে এ শরীর।

বিদূ। বেশ্ বাবা বেশ্ ; এখন বসে পড়, মাথা গরম হ'য়ে যা'বে।
আহা এমন মাণিক থা'ক্‌তে ঘরে, রাজা কেন কেঁদে মরে।
কিসের বাবা যুদ্ধ ফুদ্ধ? এরূপ দশ পাঁচটা বক্তৃতা কর্‌তে
পার্‌লেইত দেশ উদ্ধার হ'য়ে যায়।

দ্রোণ। (রোষে কর্ণ-প্রতি)
যৌবনের গরবেতে হ'য়ে জ্ঞানহীন,
পূজ্য পাদ গুরুকুলে কর অবহেলা?
নাহি কিরে ত্রাস মূঢ় উন্মত্ত বর্ব্বর?
বীর্য্য-শৌর্য্য তোর নাহি দ্রোণ অগোচর।
অমরের মনে ত্রাস তোর শুধু নয়,
কেবা না হাসিবে শুনি' এ প্রলাপ-বাণী?
শোন্ নীচাশয়, তোর পতনের দিন,
হইয়াছে সন্নিকট মনে যেন গণি।
পতঙ্গের পক্ষ শুধু বিনাশ কারণ।
ঘৃণায় পূরিল প্রাণ না সরে বচন,
সিংহের পুরীতে আসি জম্বুক-তনয়,
করিতেছে অপবিত্র পবিত্র আলয়।
বুঝিয়াছি কুরুকুল যাবে রসাতল,
যথাধর্ম্ম তথাজয় কে করে খণ্ডন?

দুর্য্যো। (দ্রোণের পদ ধরিয়া)
পুত্রের বচনে কবে রোষয়ে জনক,

মশক দংশনে কভু রোষে কি বারণ ?
কেন আর তাত! বৃথা রোষ অকারণ।
তোমাবিনা গতি নাই এবিপত্তি কালে,
পদাশ্রিত দুর্যোধনে ঠেলিওনা পায়।
যে দুঃখ অর্ণবে ভাসি, কূল নাহি তার;
তুমি কুলাইলে কূল হইবে উদ্ধার।
হায়, একি আর্জ তবে একি ভাব তব,
সত্যই বিধাতা দাসে হইলেন বাম ?
তবে আর কোন্ সাধে বহি দেহভার!

দ্রোণ। ক্ষান্ত হও বাপ ধন, শুধু তব তরে
রহিয়াছে দ্রোণাচার্য্য এখনো জীবিত।
স্নেহের কতযে শক্তি বুঝিব কেমনে ?
তা' নাহ'লে কেন আমি পাণ্ডবে ছাড়িয়ে,
রহিয়াছি কুরুকুলে লোক নিন্দাত্যজে ?
যতদিন বহেরক্ত দ্রোণের শিরায়,
তত দিন দুর্য্যোধন কিভয় তোমার ?
ম'রে কি মারিয়ে তোমা রক্ষিব সতত।

দুর্য্যো। চিরদিন বাঁধা দাস তোমার চরণে,
কি ভরসা তোমা বিনা কুরুকুলে আর,
কে রাখিবে কুলমান তোমা ভিন্ন তাত,
কে ধরিবে বাড়বাগ্নি মহার্ণব বিনা ?
কিন্তু এবে হায় তাত! কি হ'বে উপায় ?
নাহি দেখি রক্ষা আর এ বিপুল রণে।

চারিদিক অন্ধকার করি দরশন,
নিত্য নিত্য হয় ক্ষয় মহারথী মোর,
শত্রু পক্ষে মহারথী কতই প্রবল!
কর কৃপা কৃপাচার্য্য কেন কর রোষ?
জানত প্রতিজ্ঞা দাস করিয়াছে যাহা—
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী,
যত দিন বহে রক্ত দুর্য্যোধন-দেহে।

কৃপা। কেন দোষ মোরে?
তোমার মঙ্গল তরে দিনু উপদেশ,
নাহি ডরে কৃপ কভু সম্মুখ সমরে।
নাহি কর ভয় বৎস! যুঝি প্রাণ পণে
করিব তোমায় রক্ষা এ দুরন্ত রণে।

শকু। (দুর্য্যোধন প্রতি)
কি ভয় বাছনি তব এছার সমরে?
জগ-অনুপম-বীর অশ্বত্থমা, দ্রোণ,
কৃপাচার্য্য, জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন,
থাকিতে এসব রথী ডর ভীমার্জ্জুনে?
নাহি কর ভয় যদি একা মামা বাঁচে।
পাণ্ডবেরে রাজ্য দিয়া সন্ধির প্রস্তাব,
না হ'বে পূরণ কভু শকুনি থাকিতে।

বিদূ। তা' কথনই নয়, তা কথনই নয়। মামাঠাকুর গদা-ধরের গদায় উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত সেরূপ উপদেশ কথনই দিওনা।

দুঃশা। মামার দয়ার সীমা কোথায় সংসারে,
সদাই ভাবনা তার মোদের মঙ্গল;
ধন্য মোর ভাগিনেয়, ধন্য তুমি মামা;
কুরুকুলে নাহি কূল তুমি না রহিলে।

বিদূ। ঠিক্ ব'লেছ ভায়া, ঠিক্ বলেছ। এ-জগতে যার মামা নেই তার কেউ নেই। তার অন্ন যোটাই ভার। আমার ও সেই দশা। তবে সরকারী মামাতে সকলের সঙ্গে যে একটুকু ভাগ আছে, তাতেই যা হয়।

দুঃশা। (দ্রোণের প্রতি)
গুরু দ্রোণাচার্য্য, বল কি আদেশ তবে,
কুরুকুল দাসগণ তব মুখপ্রেক্ষী,
তুমিই ভরসা গুরো, তুমিই সম্বল,
দেখ মহারাজ আজ ভাসে দুখার্ণবে।

দ্রোণ। নিয়ত কাঁদে এ প্রাণ অর্জ্জুনের তরে,
চির অনুগত মম শিষ্য চূড়ামণি।
তবু তব পক্ষ যবে করেছি আশ্রয়,
প্রাণ পণে সংহারিব অরাতি নিকরে।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—
করিনু প্রতিজ্ঞা কল্য যামিনী প্রভাতে,
পাণ্ডব বীরের এক হইবে পতন।
চল যোদ্ধাগণ তবে চলহে সকলে,
রচিবারে চক্রব্যূহ নরকালান্তক,
নিজেই থাকিয়া তথা করিব সমর,

অবিকূলে হবে মহারথীর পতন।

দুর্য্যো। উত্তম প্রস্তাব তাত! যুঝিবে কিরীটী
নারায়ণী সেনা সহ সমর প্রাঙ্গনে,
তবে আর কেবা আছে পাণ্ডব-শিবিরে
ভেদিতে সে চক্রব্যূহ—ভুবনে দুর্জ্জয়?
চল তবে সবে মিলে' পাশিয়ে শিবিরে
গুরুর আদেশ মত রচিব সেব্যূহ,
কুরুকুল জয়ধ্বজা উড়াইয়া তাহে
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি লভিব সকলে।

(বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিদূ। এই বেলাই সেরেছেরে! তবে এরূপ যেএকটা কিছু ঘটবে তা, আগেই টের্ পেয়েছিলেম। ও বাবা, একটা চক্রব্যূহ ত'য়ের হ'বে, তার ভিতর দিয়ে যে কেউ সহজে পালিয়ে আসবেন তার জো কিছু কম! তার পর যদি সেখানে সেই--ও বাবা! নাম কত্তেও গা শিউরে উঠে, হায়, হায়, আমার কি হবে, আমি যে গিন্নীর এক মাত্র অঞ্চলের নিধি,— সেই, সেই যমটা বা ভীমেটার সঙ্গে দেখা হয়, তবেই সব ফর্‌সা! এই বেলা বাবা বড়লোকের মোসাহেবী করার মজাটা দেখে নাও। আরনা-আবনা! এই যাত্রা যদি গিন্নীর শাঁখা সিঁদুরের জোরে টিকে যাই, তবে আরনা! এই নাকে খৎ! নিজ ধর্ম্ম ছে'ড়ে বিচরণ কত্তে গেলে তার দশটা এম্নি হ'য়ে থাকে। বাবা, বামুনের ছেলে হ'য়ে যে আচরণ কচ্ছি তার ফল নাপে'য়ে যাব কোথা?

বাবা, যদি মানুষ হও, তবে একথা বেশ্ মনে রেখো যে গরীবের ছেলের বড় মানুষের সঙ্গে এয়ার্ড়কি খেল্‌তে নেই। যদি কেউ খেল, তার পরিণাম কান্না ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহা ধ্রুব। বড়লোকের সঙ্গে গরীবের এয়ার্ড়কি ঠোকা, আর হাউই বাজীর আকাশে চড়া একই রকম। সকলেরই ক্ষণ পরে "পুনর্মূষিক" হইতে হয়। যাই এখন বাড়ীর দিকে। ও বাবা, সে কথাটাও মনে হ'লে প্রাণ উড়ে যায়। তা' যা' থাকে অদৃষ্টে তা' হ'বে; স্ত্রীলোকেরা গয়নের নাম শোন্‌লে সব ভুলে যায়, দেখা য'াবে তাতেই বা গরীবের নিষ্কৃতি ঘটে কিনা, দুর্গা-দুর্গা দুর্গা! খেত্নং বৎস, পূর্ণকুম্ভ ইত্যাদি ইত্যাদি!! (প্রস্থান)

—ঃ০ঃ—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির।

অভিমন্যুর প্রকোষ্ঠ

সখীগণ সহ উত্তরার প্রবেশ।

(উত্তরার গীত।)

আপন প্রাণে আপনি মজেরই (সই)
আমাতে আমিত্ব হারা হয়েছিলো প্রাণসই ॥
জানিনা কি মন্ত্রগুণে, বেঁধেছে সে প্রাণে প্রাণে
প্রেম সুধা পিয়ে প্রাণ ভোর :—
পিয়াসী চাতকী সম আশা পথে চেয়ে রই ॥

(সখীদের গীত।)

ঐ সখি দেখ্ আসছে বঁধু ধরিস্ আদরে।
সোহাগ ভরে পিয় সুধা পরাণ ভ'রে ॥
হান্‌ছে নয়ন বান, (লাগে) প্রাণে প্রাণে টান্,
প্রাণের বাঁধন বুঝি ভাঙ্গে প্রাণ :—
রে'খে দে মান্, হাত ধ'রে আন্,
আমরা যাই দূরে ॥

(সখীদের প্রস্থান)

(দূরে অভিমন্যুর প্রবেশ)

উত্ত. নাথ, নাথ !

কোথায় উপমা
সে প্রেম প্রতিমা,
শারদ চন্দ্রমা
চরণে লোটে,
সুচারু নধর
রক্তিম অধর
সরমে কাতর,
কথা না ফোটে।
ভুবন রঞ্জন
নয়ন অঞ্জন,
কোকিল কূজন
স্বাবেশে বাজে !
চঞ্চল নয়ন
করে দরশন,
করে পলায়ন
কুরঙ্গ লাজে !
সরু কটি হেরি'
মনোদুঃখে হরি,
সব পরিহরি'
ত্যজে না গুহা,
পীন পয়োধর

চুম্বিতে অধর
উন্নত, ভূধর
জিনিছে আহা!
করি দরশন
হেরিয়ে গমন
মরাল বারণ
মানিছে হার,
তিলফুল জিনি'
নাসিকা বাখানি,
কিবা ভুজ খানি,
মৃণাল ছার!
মুক্ত কেশ-দাম
হেরি' ঘন শ্যাম,
লভিছে বিরাম
পর্ব্বতাড়ালে,
রাঙা টুক্ টুক্
মরি ঠোঁট টুক্, —
হাসি ভরা মুখে
সতত খেলে।
কটাক্ষ বঙ্কিম,
জগ নিরুপম,
হানে অবিরাম
মন্মথ বাণ,

লাবণ্য-আধার,
রূপ খানি তার,
মরি কি বাহার !
(হেরি) অবশ প্রাণ
সরলতা ভরা,
চারু বিম্বাধরা,
নিরজনে গড়া,
মানেতে গণি,
প্রেমের পুতুল,
হেরিয়ে বাতুল,
সৃজন অতুল
প্রতিমা খানি।
আহা কি মুরতি !
যেন কামে রতি,
অপরূপ জ্যোতি,
দেয় কি শশী ?
হেন রূপ ভবে
কভু কি সম্ভবে ?
উপনীত তবে
কমলা আসি।

(উত্তরা নিকট যাইয়া)
কেন এত বিলম্বিলে প্রাণের প্রতিমে
অসহ্য বিরহ জ্বালা, বজ্রাগ্নি সম

জ্বলিল হৃদয়ে মম, তুমি তা' বুঝিলে
হ'ত কি বিলম্ব এত দিতেদরশন ?
তোমারে না হেরে প্রিয়ে, মরমজ্বালায়
অশেষ নিন্দিনু আমি সামন্তিনীকুলে।
উত্তরা। ক্ষমাকর এদাসীরে নিজ গুণ বলে,
অপরাধ করে থাকি যদি ও চরণে।
বসিনু শাশুরী পাশে চরণ সেবিতে,
কহিলে কত যে মাতা উপদেশ বাণী,
প্রাণ ভরি' শুনিয়াছি মিটিলনা সাধ,
ইচ্ছাহয় শুনি সদা সে সব বারতা।
কিন্তু নাবুঝিয়া আজ দারুণ বেদনা
দিয়াছে হৃদয়ে তব এ হতভাগিনী।
ধিক্ মোরে, কত পুণ্যে পতিরূপে পে'নু
কুমার সদৃশ তোমা হেন গুণধরে।
যেদিন জানিব নাথ! তোমার হৃদয়ে
দিয়াছে বেদনা দাসী, সে দিন আমার
জানিবে জীবনে আর নাহি প্রয়োজন,
গুণ হীন ধনুকের কিবা লাভ আর ?
অভি। এত যদি না হইবে প্রাণের পুতলি!
তবে কি লো সদা রাখি হৃদয় মন্দিরে ?
শয়নে, ভোজনে, যুদ্ধে যবে যথা যাই,
তোর ধ্যানে লো উত্তরে থাকি নিমগন
কেন গরবিনি! তবে বৃথা খেদ এবে ?

রূপে-গুণে বাঁধা অভি সদা তোর পাশে।
ও বদন চন্দ্রমার সুধা পান করি'
রহে সদা পরিতৃপ্ত এ চিত্ত চকোর।
ধন্য আমি তোমা হেন পত্নীধন লভি',
পবিত্র করিলে তুমি এ পাণ্ডব পুরী।
বিমল কমল মুখ মলিন দেখিলে
দুঃসহ বেদনা মনে হয় উপস্থিত,
গ্রাসে যদি রাহু চাঁদ ভুবন মোহন
কে হেন পাষাণ যার দুঃখ নাহি হয়?
ও মুখ মলিন হ'লে পলকে প্রলয়
সংসার সমর রাজ্য সব ছার মোর।
প্রাণের প্রতিমে! এস দেখাই তোমারে,
আনিয়াছি চিত্ররাজি দিতে উপহার
যতনে আঁকিয়া রাখ দিয়া সযতনে
রাজ সভাগৃহে যাহা রাজ চিত্রকর।

উত্তরা। স্বামীর সোহাগ বিনা অবনী মণ্ডলে,
রমণী জাতির কাম্য নাহি কিছু আর,
পতি করে মন্দ হয় সতীর নিকট-
ভক্ত পাশে অপবিত্র হয় গঙ্গোদক?
কোথায় সে চিত্র,রাজি, দেখিতে বাসনা।
কৃপা ক'রে এনেছ যা দিতে উপহার।

(অভিমন্যুর চিত্র খোলা ও দেখান ;

অভি। (চিত্র দেখাইয়া)

হের প্রিয়ে,
রাম বনবাস চিত্র ভুবন মোহন।
উত্তরা। হের নাথ কতশাখা বিরহ অনলে,
পাদপ কোটরে পশি করিল প্রবেশ,
ক্রমে ক্রমে অন্তঃদেশ করিল দহন,
অবশেষে নাশে যথা সমস্ত বিটপী,
তেমতি বিরহ বহ্নি প্রবেশি' হৃদয়ে
কত যে যাতনা দেয় নশ্বর শরীরে,
নাশে প্রাণ কত শত অবলালা ক্রমে।
অভি। সীতার কাহিনী
শুনিলে পাষাণ গলে! জানত সকল—
রাজার নন্দিনী সীতা, রাজার ঘরণী,
জগন্মাতা, জগল্লক্ষ্মী, আদর্শ ললনা
শিখাইতে নারি ধর্ম্ম সীমন্তিনী কুলে
অসার নশ্বর দেহ করিলা ধারণ।
তেই দেখ জলাঞ্জলি দিয়া রাজ সুখে,
ত্যজি' ধন জন শুধু পতি সেবা তরে,
গিয়াছিলা বনবাসে মনের হরষে।
সুদুর্ল্লভ পতিপূজা কার ভাগ্যে হেন?
উত্তরা। পড়িয়াছে দাসী তব, সীতার চরিত্র,
শুনিয়াছে কত কথা তোমার সদনে.
শুধু পতি পূজা হেতু পৌলস্ত্য ভবনে
ভুঞ্জিলা যাতনা সতী অশেষ প্রকার—

দুরন্ত চেড়ীর কত পাষাণ প্রহার,
বিষ্ঠা কীট রাবণের কত কুবচন।
কিন্তু তবু মুখে তাঁর পতি নাম সদা,
পতি পদ ধ্যান আছিল সতত।
সতীর পতিই ধর্ম্ম, পতিই সম্পদ্
পতিই মঙ্গল তার পতিই সকল,
যাগ-যোগ দান-ধর্ম্ম নাহি প্রয়োজন,
পতিপদ সদা ধ্যান সতীর সম্বল।
পতি বিনা গতি নাই সতীর সংসারে,
পারে কি বাঁচিতে মীন বারিহীন হ্রদে ?
এজগতে কত জল নদী নদার্ণবে,
কিন্তু চাতকের তৃষ্ণা মেঘ জল বিনা
মিটেনা কখনো অন্য সলিল সেবনে,
তেমতি সতীর সুখ পতিপূজা বিনা
হয়না কখন ; যথা সূর্য্যরশ্মি বিনা
ফোটে না পদ্মিনী কভু চন্দ্রের কিরণে :
পতি পদ পূজিবারে যার ভাগ্যে নাই,
জীবনে মরণে তার উভয় সমান।
হায় ধিক্ রামচন্দ্রে, হেন বৈদেহীরে
বিনা দোষে নির্ব্বাসিতা করিলা কাননে,
নিরদয় পুরুষের নিরদয় হিয়া ;
মাকাল ফলের মত বাহিরে সুন্দর।

অভি। (ব্যঙ্গ পূর্ব্বক)

আর দেখার আছে শুধু রমণী হৃদয়,
ভাঙ্গিতে যাহার মান, ধরিছে পায়
মদন মোহন ।— থাক্ সেই কথা ।
(চিত্র দেখাইয়া) হের পুনঃ—
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে অক্ষে নিষধ ভূপতি,
দীন হীন বেশে ধায় গহন কাননে,
দময়ন্তী সতী ধায় পশ্চাতে তাঁহার ।
'কামিনীর কমনীয় সুকোমল দেহ
কানন-ভ্রমণ-কষ্ট সহিবে না কভু'
তাই ফেলি' দময়ন্তীরে পলাইছে নল ।
এ চিত্রের পার্শ্বে চিত্র আরো ভয়ঙ্কর
নির্দ্দয় নির্ম্মম নল নিদ্রিতা কান্তারে
ফেলিয়া নির্জ্জন বনে করিছে প্রয়াণ

উত্তরা । আহা কি নির্ম্মম দৃশ্য হৃদয় বিদারী !
হায় হায়, এই কিগো পুরুষের প্রাণ ?
এত কি কঠিন হয় মানব হৃদয় ?
জনপূজ্য সুধীবর পুণ্যশ্লোক নল
এই কি আচার তাঁর নারীর উপর ?
হউক্ সে নরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রধান,
শত ধিক্কারের পাত্র আমার নিকট !

অভি । (অন্য চিত্র দেখাইয়া)
হের পুনঃ প্রিয়ে,
সাবিত্রীর অঙ্কে দেখ সুচির নিদ্রায়

নিদ্রিত হইয়া আছে পতি সত্যবান,
পশ্চাতে ভীষণ দণ্ড সাপটিয়া করে
দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে রবির নন্দন,
পতিপ্রাণা সতী-তেজঃ অসহ্য দেখিয়া,
কৃতান্তও ভীত আজি, পারেনা লইতে
সতীর পরম ধন স্বামীর জীবন ;
যথা মহৌষধি মুগ্ধ কাল ফণীবর
না পারি দংশিতে মন্ত্র ঔষধি প্রভাবে
স্বীয় তেজে দগ্ধ হয় আপন শরীরে।

(অপর চিত্র দেখাইয়া)

হের পুনরায়
দক্ষ যজ্ঞালয় শোভা অতি মনোহর,
তার মাঝে দক্ষ সুতা হর মনোরমা,
পিতৃ মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া শ্রবণে,
আপনার দেহ সুখে দিলা বিসর্জ্জন,
সতীর জলন্ত দৃশ্য দেখাইতে নরে।

উত্তরা। ধন্য চিত্রকর ধন্য,
দেখি নাই হেন দৃশ্য কভু চিত্রপটে,
বাখানি তাহারে যার সুনিপুণ করে,
এঁকেছে এ মনোহর চারুচিত্র রাজি।

অভি। (ব্যঙ্গ করিয়া)
বটে, বটে এত দয়া চিত্রকর প্রতি,
আমি বুঝি চিত্রগুণ সদা ল'য়ে মরি ?

হের এইবার (চিত্র দেখাইয়া)
চারিপাশে বামাগণ দামিনী-বরণী,
তুলাব্রতে ব্রতী হয়ে সত্যভামা সতী
কৃষ্ণের সমান ধন দিবে মহর্ষিরে,
ধন বস্ত্র অলঙ্কার ফুরায়েছে সব,
পতির সমান ধন না পারি যোগাতে
বিষণ্ণ বদনে বালা আছে দাঁড়াইয়া,
পুলকে পূরিত চিত্ত দেবর্ষি নারদ;

উত্তরা। উপযুক্ত প্রতিফল—
স্বামীর সমান ধন আছে কি সংসারে?
(চিত্রের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া)
স্বামীর সমান ধন দাও পোড়া মুখি!
কেন এবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া আর?

অভি। (চিত্র দেখাইয়া)
হের হের প্রাণাধিকে,
শর-শয্যাশায়ী ভীষণ ক্ষত্রিয় ভাস্কর,
পাণ্ডব কৌরব সব থাকি চারিদিকে
অন্তকালে দেখিছে সে ভারত ভূষণে।
নহে এ বিষাদ দৃশ্য শোনলো উত্তরে,
ধন্যা বীর-প্রসবিনী এভারত ভূমি,
ভীষ্ম হেন মহাবল্ল তনয় তাহার—
পবিত্র হইল ধরা যাঁহার জনমে।
নহে শর-শয্যা কভু, ফুল শয্যা এই,

যে কুলের কীর্ত্তিগন্ধে পূরিত ভুবন।
বলনা এমন সাধ সাধি নিজ কাজ
পারিবে কি অমর ধামে কীর্ত্তিরথে চড়ি?
যদ্যপি ইহার বংশে যাঁর তুলনা অভাব,
ত্রিলোক পূরিত সদা যশোগীতি গানে
হেন কুলনন্দন কভু হ'বে কি উদ্ধার
সাধি' এই কাজ যবে ভীষ্মাদির সম
ত্যজিবে নশ্বর দেহ, রাখিয়া ধরায়,
অনশ্বর কীর্ত্তিরাজি কুরুক্ষেত্র রণে?
উত্তরা। ক্ষত্রিয় নন্দন তুমি বীর-চূড়ামণি,
সাজে নাথ তব মুখে এসকল কথা;
কিন্তু হায়, অবলার প্রাণে শেল সম
বিঁধিবে দারুণ ব্যথা দয় প্রাণেশ্বর!
কোমল নারীর প্রাণ ননীর গঠন!
বীর তুমি তাই বুঝি বীরত্ব তোমার
বধিয়া নারীর প্রাণ করিবে প্রকাশ?
কা'র বদনে চেয়ে নাথ বহি দেহভার,
জগত ভুলিয়া থাকি কা'র মুখ দেখে
পলকে প্রলয় গণি কা'র অদর্শনে,
শূন্যমুখী সম থাকি পথপানে চেয়ে?
ও মুখ মলিন হ'লে জগত আঁধার,
তুচ্ছ করি রাজসুখ নরক সমান।
প্রসন্ন থাকিলে তুমি গহন কানন,

নন্দন কানন সম দাসীর নিকট।

(অধোবদনে স্থিতি)।

অভি। বীর পত্নী বীর সুতা তুই লো উত্তরে,
ক্ষত্রিয় শোণিতে পূর্ণ ধমনী যাহার,
হায়, ছি ছি, এই কি লো উত্তর তাহার?
আমরা ক্ষত্রিয় সুত, সমরে কি ভয়,
মৃগেন্দ্র শিশু কি কভু হয় ভীত চিত
বিনাশিতে পশু কুল? ডরে কি কখন,
দংশিতে মানবে কাল ফণধর শিশু?
ক্ষত্রিয় ঘরণী হয়ে রণ-ভয় চিতে—
কেবা না হাসিবে শুনি এসব বারতা
ছাড় ভয় ভয়শীলে, কর এ প্রার্থনা—
নির্ভয় অন্তরে পশি সমর প্রাঙ্গনে,
সুচারু বরজে পশি সজারু যেমতি
করে ছিন্ন ভিন্ন সব—তথা বিদলিয়া
অরাতি নিচয় রণে, পিতার মঙ্গল
যেন পারি সম্পাদিতে সম্মুখ সমরে।
আছে কি লো হেন বীর এভব মণ্ডলে,
আটিতে সমর ক্ষেত্রে পাণ্ডবের সনে?
যাদের মঙ্গল তরে মঙ্গল আলয়,
ভুঞ্জিছে বিপদ সব বিপদ ভঞ্জন,
জগতের ইষ্ট সেই কৃষ্ণ দয়াময়
থাকিতে সহায়, কিবা ভয় পাণ্ডবের?

পাণ্ডব-প্রতাপ ভবে রহিবে অটুট।
উত্তরা। সত্য যা' কহিলে নাথ! কিন্তু নারীপ্রাণ
আরাধন করে সদা পতির মঙ্গল।
নহিলে ক্ষত্রিয় বালা ডরে কি সমরে?
বীর প্রসবিনী মোরা এ ভারত ভূমে,
রণ রঙ্গে কভু মোরা নাহি করি ভয়;
যথা স্রোতস্বতী স্রোত শৈত্য গুণাধার
সুমন্দ গতিতে ধায় সাগরের পানে,
কিন্তু যদি প্রভঞ্জন যোঝে তার সনে
নহে সে কাতর যুদ্ধে; তেমতি সমরে
কর্ত্তব্য বিমুখ নহে ক্ষত্রিয় ললনা।
মাতুল শ্বশুর মোর থাকিলে সহায়,
সুভদ্রার পুত্রবধু নাহি ডরে সমরে।
কিন্তু ভে'বে দেখ নাথ কি ঘোর তরঙ্গ
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ-পয়োধির,
কত মহারত্ন ক্ষয় হ'তেছে নিয়ত,
তাই কাঁপে ছার প্রাণ শুধু তব তরে।
অবোধ রমণী প্রাণ প্রবোধ না মানে,
প্রাণেশ-মঙ্গল হেতু সদাই শঙ্কিত।
হ'বে রণে অগ্রসর বধিবে অবলা,
এই কি মনন প্রভো! করিয়াছ মনে?
অভি। (স্বগত) আরনা—হয়েছে অধিক।
(প্রকাশ্যে) যায় নাই অভি রণে, কেনতবে ভয়,

বিষাদ-সাগরে কেন ভাস অকারণ?
বদন প্রসন্ন করি' চাহ একবার।

উত্তরা। পিঞ্জরের পাখী যদি চায় বারবার
উদ্ঘাটন করি দ্বার করিতে প্রয়াণ
তবে কি বিশ্বাস কভু হয় তার প্রতি?

অভি। রোধদ্বার শক্ত ক'রে হ'বে ভয় দূর।

উত্তরা। কে করে বিশ্বাস,
শিকল কাটাই সদা স্বভাব যাহার।

অভি। হইবে বিশ্বাস,
চল এবে বিরাম মন্দিরে,
শ্রান্তি দূর করিব দুজনে।

(প্রস্থান)

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

আঁখির ঠারে, মুচ্কে হে'সে, বঁধুরে মজাও।
জাগিয়ে রাত্তি, প্রেম আরত্তি, করিয়ে কাটাও॥
প্রেম সাগরে উঠ্ল লহর, উধাও হয়ে ধাও ঃ—
বিলায়ে হাসি, সুধারাশি, সোহাগে মাখাও॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ক্ষীরোদসাগর।

অনন্ত শয়নে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।

জয়, বিজয় ও জলদেবীগণ।

(জলদেবীগণের গীত।)

আহা মরি মরি,　　কিরূপ মাধুরী,
ক্ষীরোদ সিন্ধু নীরে রে।
সফল——জনম
হল যুগল মূরতি হেরে রে।
—অনন্ত শয়নে সুপ্ত নারায়ণ,
মনোসুখে রমা সেবিছে চরণ,
সুধার——প্রবাহ
ছোটে দিগঙ্গনা সব পূরে রে॥

——(০)——

জয়। হের,
ক্ষীরোদ পাথারে, অমিয় আঁধারে
শোভিত নীরদ কায়,
অনন্ত ফণায়, অনন্ত ছটায়
অনন্ত শায়িত হায়।
পীতাম্বর পরা, গলে পীত ধড়া
শোভে বনমালা গলে,
সুনীল সলিলে, মৃদুল হিল্লোলে
(হরি) মৃদুল মৃদুল দোলে।
বিজয়। (হরি) পুরুষ উত্তম, সত্ত্ব রজ তম,
এই তিন গুণাধার,
কুল কুল নাদে, বহে গঙ্গা পদে
নাশিতে কলুষভার।
চির শান্তি দিয়া, চৌদিক্ ঘেরিয়া
সৃজি সে সুখ আলয়,
অনন্ত শয্যায়; শান্তির নিদ্রায়
(হরি) মহাসুখে নিদ্রা যায়।
জয়। পদ পাশে ব'সে, জগ-লক্ষ্মী হে'সে
বিষ্ণুপদ সেবা করে,
যেন ঘন কোলে, সৌদামিনী খেলে,
অপরূপ শোভা ধরে।
রূপের তুলনা, ভুবনে মিলেনা
কল্পনাও মানে হা'র,

ও রূপের গাথা, কি গা'বে কবিতা
নাহি কোন সাধ্য তার।

বিজয়। অনন্ত এ পুর, অনন্ত ঈশ্বর,
অনন্ত সকলি তায়,
রূপের অনন্ত, ভাবের অনন্ত
অনন্ত বহিয়া যায়।
অনন্ত আকাশ, অনন্ত বাতাস
অনন্ত আলোক খেলে,
বিধি বিষ্ণু ভোলা, ভাবিয়া উতালা,
যাইতে অনন্ত কূলে।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। নমি মাগো চরণ-পঙ্কজে তব।

লক্ষ্মী। কি লাগিয়ে এলে ধনি হেথা নিশাকালে,
আকুল হইল প্রাণ কহ বিধু-প্রিয়ে ?

রোহিনী। ক্ষম মাতঃ অভাগীরে, শান্তির আগারে
পশিয়াছি নিশাকালে বেদনা জানাতে,
তুমি বিনা ব্যথা মম কে বুঝিবে আর ?
প্রবেশিলে শান্তিপুরে সবে শান্তি পায়,
কহ দেবি, কোন দোষে দাসী দোষী পদে,
অভাগীর শান্তি-সুখ নাহি কি জগতে ?
জগত জননী তুমি, এই কি বিচার ?
নহে পটু স্রষ্টা, দেবি ! জগত সৃজনে,

নলে কেন ত্রিভুবনে এত অবিচার—
কেন পূর্ণ রত্নাকর হিংস্র যাদোগণে,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে কেন না তাপে তপন,
এক পক্ষে অন্ধকার, অন্য পক্ষে আলো
কেন জরা নাশ করে সুচারু যৌবন,
কমলে কণ্টক কেন, বিধুর কলঙ্ক,
মহাতেজা মার্ত্তণ্ডের কেন রাহু অরি,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ কেন, ধর্ম্মপথে বাধা,
সুখ দুঃখ মিলি' কেন সৃষ্টি বিধাতার ?

লক্ষ্মী। বৃথা কেন দোষ তুমি কৃপাকর প্রিয়ে ?
অবলার কিবা বল, কি বুঝিবে বল
গূঢ়তম সৃষ্টিতত্ত্ব দুরূহ অশেষ ;
শুনিতে বাসনা যদি সে সব বারতা,
কহি তবে ব্যক্ত করে শোন মন দিয়া।

রোহিণী। ক্ষম দেবি,
কি কাজ আমার শুনি সে গূঢ় সংবাদ ?
যে অনল জ্বলিতেছে হৃদয় কন্দরে,
কহ দেবি, কিরূপে তা' হইবে নির্ব্বাণ ?
কি কাজ আমার ছাই সৃষ্টি তত্ত্ব শুনি,
বল তত্ত্ব কিসে দাসী ধরিবে জীবন ?
অসহ্য অসহ্য দেবি, জীবন আমার,
নাহি মানি স্রষ্টা সৃষ্টি, যাক্ ছারখারে
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, নাহি খেদ তায়,

বুঝিয়াছি এজগতে নাই সুবিচার।

লক্ষ্মী। কহ সতি, কিবা জ্বালা হৃদয়ে তোমার,
ব্যথিত অন্তর মম হেরি' দশা তব,
শুনিতে উদ্বিগ্ন মন, কহলো সত্বর।

রোহিণী। দয়াবতী নাম আজ সার্থক তোমার!
অন্তর যামিনী তোমা বলে মিছে লোকে
আত্ম সুখে রত লক্ষ্মি, আপনি সতত!
ভে'বে দেখ রমে! তুমি আপনার মনে,
কত যে দুঃখিনী আমি বলা নাহি যায়;
তুমি সতি, অঙ্কে নিয়ে কান্ত পা-দুখানি
সেবিছ মনের সাধে ত্যজিয়া বিশ্রাম।
হায় দুঃখিনীর প্রতি হয় নাকি দয়া?
(মনি হারা ফনিণীর যে দশা জগতে)
অসার হইল এই বামা জন্ম মোর।
জননী গো, দয়াময়ী বিদিত ত্রিলোকে,
দুঃখিনী তনয়া কি মা জ্বলিবে পরাণে?
হায়[illegible]ঃ একি তব উচিত বিচার,
নিজ সুখে তনয়ার দুঃখ নাহি বুঝ?

লক্ষ্মী। কেন সতি, বৃথা তুমি দোষ বিধাতায়?
যাহার যা কর্ম্মফল, অবশ্য তাহার
হইবে ভোগিতে, নাহি কেহ পারে তারে
করিতে খণ্ডন। ভে'বে দেখ মনে ধনি,
যেই ঘোর পাপে তব জীবন ঈশ্বর

জনমিল ধরাতলে, কি সাধ্য আমার
বল খণ্ডাইতে তারে? সামান্যবালিকা
নহ ত রোহিণি, পার সব বুঝিবারে,
তবে কেন বৃথা তুমি দোষ ইন্দু-প্রিয়ে?

রোহিণী। না চাই শুনিতে আর মধুর বচন,
বড় আশা ক'রে আজ এসেছিনু আমি
করিবারে দয়া ভিক্ষা লক্ষি! তব কাছে,
পূরিল সকল সাধ, মিটিল বাসনা!
অহো কি পাষাণ চাপা হৃদয় তোমার!

লক্ষ্মী। সুখ দুঃখ এজগতে ভাগ্যের লিখন,
কর্ম্ম অনুযায়ী তাহা হইবে ভুগিতে।
ভেবে দেখ মনে সাধ্বি, যে ঘোর পাতক
ক'রে পাপগ্রস্ত হ'ল প্রাণেশ তোমার,
কর্ম্ম অনুযায়ী শাস্তি হয়েছে উচিত।
নিদয়া নিঠুরা কভু নহিলো রোহিণী,
কাঁদে প্রাণ তোর তরে, ফেটে যায় বুক!
বিরহিণী বালা সম হায় এ জগতে
আছেকি দুঃখিনী কেহ? হায় মা আমার
শোকাশ্রু নয়নে তোর বহিতে দেখিয়া
ইচ্ছা হয় পুনঃ পশি সাগর মাঝারে।
শান্ত হও সতি, বৃথা বিলাপে কি ফল?
এ অভাগী জন্মে জন্মে কেঁদেছে অনেক,
স'য়েছে অনেক। তাই বলি মা আবার

বিলাপে নাহিক ফল। এস দুইজনে
ভক্তিভরা চিতে ডাকি বিপদ ভঞ্জনে,
সকল বিপদ নাশ করিবেন যিনি।
হের, হের বিধু-প্রিয়ে, ইচ্ছাময় হরি
নিদ্রায় বিভোর আজ আপন ইচ্ছায়।
এ'কি নিদ্রা কভু সতি? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
যাঁহার ইচ্ছায় ঘটে সৃষ্টি. স্থিতি লয়,
অনন্ত কর্ম্মের সূত্র বাঁধা যাঁর করে,
নিদ্রা কি সম্ভবে তাঁর? এস মোরা এবে
যোড়ি দুই কর, প্রাণে হইয়ে বিভোর,
ডাকি সর্ব্ব দুঃখ হারী প্রভু নারায়ণে।

লক্ষ্মী ও রোহিনী (উভয়ে)।

ওঁ হরে ওঁ হরে ওঁ হরে ওঁ।

বিষ্ণু। (জাগিয়া) কি কারণে, কহ
কোন দুখে পদ্মালয়ে! নিশীথ সময়ে
ডাকিছ আমাকে? বাঁধা হরি সদাপাশে,
তবে কোন্ দুখে কাঁদ ভব দুখ হরা?
প্রাণের ভক্ত কি কেহ প'ড়েছে বিপদে?

লক্ষ্মী। আবার ছলনা!
হরি, আর কত বল করিবে এরূপ?
যুগে যুগে জন্মে জন্মে কত কষ্ট হায়,
ভুঞ্জিল জগত প্রাণী ছলনায় তব।
হের নাথ হের ওই শশাঙ্ক মোহিনী,

ভিখারিণী বেশে আজ পতিতা চরণে,
হয় নাকি দয়া প্রভো, আর কত জ্বালা—
বল নাথ, দাসী আমি, বল দয়া করে—
সহিবে অভাগী বালা? হের মুখ খানি,
বিকচ কমল সম ছিল শোভা যার,
ফেটে যায় বুক এবে হেরিলে তাহায়!
দয়াময়, কৃপানেত্রে হের একবার,
কিসে বালা ধরে প্রাণ বল কৃপা করি'
ছলনা চাতুরী ছাড়ি' ওহে অন্তর্য্যামি!

বিষ্ণু। লক্ষ্মি, বুঝেছি সকল,
হ'য়েছে স্মরণ সব, কাঁদিছে পরাণ
প্রাণের ভক্তের স্মরি অপার দুর্গতি;
কর্ম্ম দোষে ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভুঞ্জে এ যাতনা।
পরম ভকত জায়া রোহিণী আমার,
করহ সান্তনা প্রিয়ে; অচিরে হইবে
দুঃখ রাশি দূর তার, আসিবে ত্রিদিবে
ভক্ত মোর সাধি' কাজ নশ্বর ধরার।
বিশেষতঃ তুমি যারে সদয়া এভবে
কোন্ দুঃখ তার থাকে বল দুখহরা!

লক্ষ্মী। নাথ, জানি আমি,
ভকত বৎসল তুমি, ভক্তের জীবন।
কৃপাময়, কহ মোরে, পাপের সংসারে
হয়নি বঞ্চিত কভু তোমার কৃপায়,

ভুলেনি ত তোমাধনে রোহিণী জীবন ?
তুমি ত ভুলনি তারে ওহে দীন নাথ ?

বিষ্ণু। ধন্য তুমি রমে !
এত যদি না হইবে তবে কিলো থাকে
বাঁধা তোর পাশে সদা আপনি ভবেশ ?
তবে কিলো অহর্নিশ জগতের প্রাণী
ডাকে মনঃ প্রাণ খুলি' 'দয়াময়ী' ব'লে ?
ভকতের প্রাণ তুমি, পতিত পাবনী।
শোন প্রিয়ে, ভুলে নাই ভক্ত শ্রেষ্ঠমোরে,
আমিও ভুলিনি তারে, জানত কমলে,
লীলার মাহাত্ম্য ভবে করিতে প্রচার
কৃষ্ণরূপে জন্ম মোর ধরণী মাঝারে।
আমার পরম ভক্ত অর্জ্জুন ঔরসে
ভক্ত শ্রেষ্ঠ চন্দ্র মোর জন্মেছে ধরায়,
নাম তার অভিমন্যু, বীর চূড়ামণি ;
মাতুল রূপেতে আমি সহায় তাহার।
কাল পূর্ণ এবে তার, আসিবে সে ত্বরা
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র রণে।

লক্ষ্মী। হরি, প্রাণেশ্বর,
ধন্য তুমি, ধন্য তব ভক্ত প্রেম ভবে।
ভক্তের মঙ্গল তরে সদা ব্যস্ত তুমি,
নিজ হ'তে শক্তি বেশী দিয়াছ ভক্তেরে।
প্রাণের রোহিণী, হের হের নারায়ণে,

অপার দয়ার সিন্ধু, হের দুনয়নে!
যাও মনোসুখে সতি, আপন আলয়ে,
অচিরে বাসনা তব হইবে পূরণ।

রোহিণী। ভু'লেছি সকল,
ভু'লেছি বিরহ জ্বালা, ভুলেছি জগত!
অবশ হ'য়েছে প্রাণ, চলেনা চরণ।
মোর সম ধন্যা আজ কে আছে জগতে?
ইচ্ছা হয় থাকি সদা যুগল চরণে।
সুধার ফোঁয়াবা যেন ঝড়িছে চৌদিকে,
আপনি আপন হারা হইয়াছি আ'জ।
কৃপাময়, কৃপাময়ি, এত কৃপা যোগ্যা
কভু নহে এই দাসী; ভিখারিণী আমি,
কৃপা করি' রেখো পদে, দেহ বর মোরে
থাকে যেন মতি সদা যুগল চরণে।

(রোহিণীর প্রস্থান)।

জলদেবীগণের আবির্ভাব

গীত।

মধুর মধুর তানে মন প্রাণ মজিল লো।
অফুরন্ত সুধা ধারে, দশদিশি ডুবিল লো॥
দৌড়ে আয় প্রেম পিয়াসী, আছিস্ যত জগতবাসী,
পান করি' সুধা রাশি
জীবনের সাধ মিটিল লো॥

পটক্ষেপ।

—(•)—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।



বিদূষকের বাটী।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! বিপত্তে মধুসূদনং! সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ! আর কত বলব? রাস্তায় রাস্তায় দেবতার নাম কত্তে কত্তে মুখে ব্যথা হ'য়ে গেছে। এখন অদৃষ্টে যা' থাকে তা'ই হবে। লোকে ঘরের বাইরে জ্বালা পেয়ে গৃহে এসে স্ত্রীর কাছে শান্তি লাভ করে, আর আমার অদৃষ্টে—বাইরে যেটুকুর অভাব থাকে, সেই টুকু ঘরে এসে পুরণ হয় তবে 'বিষস্য বিষ মৌষধম্' এই একটু যা বল্‌তে পারি। যাক্, এখন আমার চামুণ্ডাকে স্মরণ করি।—ও গিন্নি—ওবে বাবারে —আমাব বুকের ভেতর যেন ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উট্‌ছে। ও গিন্নি—গিন্নি—ব্রাহ্মণি! আমার অর্দ্ধাঙ্গিণি! সাধের মটর ভাজা! বাগ্‌বাজারের রস গোল্লা! আমার কেরাচিনের বাক্‌স!

ব্রাহ্মণী। (নেপথ্যে) তবে রে হতচ্ছারা মিন্সে। যাচ্ছি—দাঁড়া।

বিদূ। আহা, অমৃতং বাল ভাষিতং। "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ"।

(সম্মার্জ্জনী হস্তে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। তবে রে শান্ত শিষ্ট সুশীল ঠাকুর, আমি আর কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। রাতদুপুরে ঘর থেকে চলে যাওয়া, আর ভোর বেলায় এসে 'গিন্নি গিন্নি' ব'লে ষাঁড়ের মত চেঁচান। আমায় কি নেকী পেয়েছ নাকি? বলি পোড়া-মুখ, খেংরাখেকো মরাকাঠি। বয়স যাচ্ছে না হচ্ছে?

বিদূ। এ-ই যাচ্ছেও হচ্ছেও। আমার একটু একটু যাচ্ছে আর তোমার একটু একটু হচ্ছে। তা' যাক ব্রাহ্মণি, তোমার দোহাই, একবার ঐ সম্মার্জ্জনীটা হাত থেকে নামাও। আমার বড় ভয় হচ্ছে!

ব্রাহ্মণী। কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গর্বাগর্ব্বদাতা বীরবর বুঝি সম্মা-র্জ্জনী অস্ত্রের গুণাগুণ জানেন না।

বিদূ। জানি, জানি, খুব জানি—বিশেষ জানি বলেই ত ভয়। একবার দয়া করে ওটা নামাও, তোমার মাথা খাই, একবার নামাও। কথা শোন।

ব্রাহ্মণী। তা' কিছুতেই হবেনা। আগে সত্যি সত্যি সব কথা বল, তার পর ওটা হাত থেকে থোব।
নইলে ———(উত্তোলন)।

বিদূ। এই বারই বুঝি গো——এই বারই বুঝি।
নমামি গৃহিনীশ্রেষ্ঠাং সুসম্মার্জ্জনী ধারিণীং।

স্থূলোদরীং চেপ্টা নাকীং মামেব দলনকারিণীং ॥
গিন্নীনাম গিন্নীনাম গিন্নীনামৈব কেবলম্।
গিন্নী কৃপাহি কেবলম্।

ব্রাহ্মণী। তবেরে লম্বোদর, উদর সর্ব্বস্ব বিট্‌লে ঠাকুর, আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি? এই মারলুম খেংরার বাড়ি।

বিদূ। ওমা আমি গেছি গো। ও গিন্নি, এইবার নাকে খৎ দিচ্ছি—আর বেশী কিছু বলবনা। তবে একটা কথা মনে হ'লে বড় কষ্ট হয়। হায়! আজ যদি অমর সিংহ বেঁচে থাকতেন, তা' হ'লে তোমার ঐ বদন নিঃসৃত বিশেষণ গুল সংগ্রহ কত্তে পারতেন।

ব্রাহ্মণী। তা' যাক্, বাজে কথা রেখে এখন আসল কথা বলবে কি না বল?

বিদূ। এইবার বলছি—একেবারে প্রথম থেকে আরম্ভ করি—
(সুরযোগে) যখন শুইল গিন্নী খাটের উপরে,
ঘর্ঘর নিনাদে তবে নাসাধ্বনি করে——

ব্রাহ্মণী। আবার বেহায়া আবার?
নেহাত আজ অদৃষ্ট তোমার মন্দ।

বিদূ। সে'টাত আর আমার দোষ নয়, সেটা অদৃষ্টের দোষ! তা' যাক্, আসল কথা বলি,—তুমি শুইলে পর রাজবাড়ী থেকে লোক এয়েছিল—মন্ত্রণা গৃহে যাবার জন্যে—তাই সেথা গিয়েছিলুম।

ব্রাহ্মণী। আহা! আমার কি বীর ভাতার গো, তা' মহারাজের অতবড় চিড়েখানা থাক্‌তে তোমায়নিয়ে টানাটানি কেন?

বিদূ। তুমি যা'কেন বলনা, আমি কিন্তু সব যথার্থই বলছি। তারপর সেখানথেকে আস্‌বার বেলা রাস্তায় সেকড়া বেটার সঙ্গে দেখা হ'ল, তা'র সঙ্গে তা'র বাড়ীতে গেলুম।

ব্রাহ্মণী। কেন—কেন—কেন, তারপর—তারপর?

বিদূ। গিন্নি! আমার বড্ড গরম বোধ হচ্চে, একটু বিশ্রাম ক'রে নি, তার পর সব বলব।

ব্রাহ্মণী। তা হবেই ত হবেই ত। আহা! সারা র'াত জেগে পরিশ্রম করেছ! আমি হাওয়া কচ্ছি, (আঁচলদ্বারা হাওয়া করা) তারপর——

বিদূ। (স্বগত) এইবা'র বুঝি বাঁচলেম—ঔষধে ধরেছে! (প্রকাশ্যে) গিন্নি, আমার পা'টাও যেন ব্যথা কচ্চে, একটু বিশ্রাম কত্তে দাও, তারপর বল্‌ছি—

ব্রাহ্মণী। আহা! আমা হেন স্ত্রী সাম্‌নে থাক্‌তে তোমার কষ্ট হবে কেন? আমি তোমার পা' টিপে দিচ্ছি' তুমি ধীরে ধীরে সব কথা বল।

বিদূ। তারপর সেই সেকড়ার সঙ্গে ব'সে তোমার জিনিষ গুল সব গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক্ ক'রে দিয়ে এলুম।

ব্রাহ্মণী। প্রাণনাথ! প্রাণনাথ!

বিদূ। কি বল প্রাণনাথী—প্রাণনাথী?

ব্রাহ্মণী: দেখ, তোমায় আমি কত ভালবাসি।

বিদূ। তা' কে'উ যদি আমার পিঠখানা দেখে, তবে সহজেই বুঝবে।

ব্রাহ্মণী। সে দু'এক সময়ের কথা ছেড়ে দাও। যেখানে

ভালবাসা বেশী, সেখানে কলহটাও বেশী। আমি কিন্তু তোমার নিকট রাজার মহিষীর ন্যায় সুখে আছি। জন্মে জন্মে যেন তোমার মত ভাতার পাই।

বিদূ। আমিও তোমার নিকট রাজার মহিষের ন্যায় সুখে আছি। জন্মে জন্মে যেন তোমার মত ভাতারী পাই।

ব্রাহ্মণী। চল এখন, সকাল সকাল চান টান ক'রে কিছু খাওয়া দাওয়া করগে; তারপর সব কথা হবে।

বিদূ। (স্বগত) আহা, আজ আমার গিন্নির যত্ন দেখে কে? গিন্নির আদরের ফোঁয়ারাটা যেন উথ্‌লিয়ে উঠেছে। এ জীবনে যা' হয়নি, আজ তা' হ'ল। ধন্য গয়না, তুমিই ধন্য! স্বামী একজীবনে যে স্ত্রীর মনস্তুষ্টি কত্তে না পারে, তুমি একমুহূর্ত্তেই তাহার তাহা পার! তোমারই মহিমায় আজ এ গরীবের নিষ্কৃতি লাভ ঘট্‌ল।

ব্রাহ্মণী। ভাবছ কি? চলনা?

বিদূ। ভাবনার কথা থাকলেই লোকে ভাবে। গিন্নি, রাজার সঙ্গে এয়ারকি খেলার মজাটা বুঝি এবার বেরোয় গো বেরোয়!

ব্রাহ্মণী। সে আবার কি? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

বিদূ। বুঝ্‌বে, বুঝ্‌বে, বুঝ্‌বে! যখন শাঁখা সিঁদুর খস্‌বে তখনই বুঝ্‌বে।

ব্রাহ্মণী। সে কি কথা? এতগুল গয়নার ফরমাস দিয়েছ, তা' ঘরে না আসতেই শাঁখা সিন্দুর খসবার আশীর্ব্বাদ কচ্ছো —খেপেছ নাকি?

বিদূ। আমি খেপি নেই গিন্নি, আমি আমি খেপি নেই। কাল বেতে গুরু দ্রোণাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যে অদ্য এক চক্রব্যূহ ত'য়ের করে পাণ্ডবের এক মহারথীব বিনাশ সাধন করবেন। রাজা সঙ্গে আমায়ও নিয়ে যাবেন। গিন্নি, সেখানে গিয়ে সেই— ও বাবা নাম কত্তেও প্রাণ কেঁপে ওঠে—সেই-সেই ডিংমে না ভিমেটার সঙ্গে যদি দেখা হয তবেই ত সব ফরসা! ও গিন্নি, আমি যে তোর সবে ধন নীলমণি! আমার অভাবে তুই ত একেবারে বৎসহারা গাভীর ন্যায় ছট্‌ফটিয়ে মরবি! ও গিন্নি! ওমা, আমাব কি হবে গো।

ব্রাহ্মণী। ও বাবা গো, কি সর্ব্বনেশে কথা গো। ও-গো তুমি যে আমার বড় আদরের ছেলে গো। ওগো আমার কি হবে গো, ওমা মঙ্গলচণ্ডি, আমি তোমায় এত ক'রে পূজো দিয়েছি, আমাব ভাগ্যে একি করলে গো।

বিদূ। থাম্-থাম্-থাম্। আর চেঁচাস্‌নি। বড্ড বদরাগিণী হচ্ছে, আর চেঁচিয়ে কি হবে? আমি তোর গয়নে না দিয়ে মরবনা। পিণ্ডি না দিলে ত ভুত হ'তে হ'বে।

ব্রাহ্মণী। ওগো তা'ত ঠিক, তা'ত ঠিকই বটে। সেগুল নিয়েও কতকটা ঠাণ্ডা থাকৃতে পারবো। হায়, হায়, তুমি আমার এমন সাধের ভাতার হ'য়ে কেমন ক'রে মরবে গো, আমি কেমন ক'রে হবিষ্যি করবো গো।

বিদূ। আর কাঁদিসনে মাগি, চখের জলটুকু সব ফুরিয়ে ফেলিসনে। শেষেরজন্যে কিছু রাখিস্। এখন চল্ ঘরে চল্।

(প্রস্থান)।

২য় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডবশিবির।



সভাগৃহ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও অভিমন্যু।

ভীম। মহারাজ, একি তব চিন্তার সময়?
প্রজ্জলিত বহ্নি শিখা হেরি গৃহ পরে
নিশ্চেষ্ট হইয়া কর উপায় চিন্তন?
ঢালিলে কলঙ্ক তুমি ক্ষত্রিয় সমাজে!
ফণধর শিশু কভু করে কি চিন্তন
কিরূপে দংশিবে নিজ শত্রু মানবেরে?
আমরা ক্ষত্রিয়-পুত্র সদা জাগরুক,
আহ্বানিলে রণে কেহ অমনি প্রস্তুত।

যুধি। ভাই ভীম, বটে করী মহাবল অতি,
কিন্তু বুদ্ধি হীন বলি, বিফল সে বল,
হয় বাধ্য অনায়াসে ক্ষীণ মানবের;—
তেমতি বীরত্বে তব নাহি কোন সার।
মহাবল হতে পার, নহ বীর তুমি—
ভূত ভবিষ্যৎ যেবা করিয়া চিন্তন

করেন গমন রণে, বীর সেই জন।
দেখ চিন্তি'মনে ভ্রাতঃ, যেই ভয়ঙ্কর
চক্রব্যূহ রচিয়াছে কুরু সেনাপতি,
ভেবেছ উপায় কিছু ভেদিতে উহারে ?
শুধু পশু-বলে রণে ফল নাহি হয়।
আজিকার চক্রব্যূহ রচি' গুরুদেব,
প্রকাশিছে কত নিজ সমর পটুতা।
প্রিয়তম শিষ্য তাঁর অর্জ্জুন কেবল,
শিখেছিল হেন ব্যূহ ভেদন উপায়
সহ রণ কৌশলাদি উহার মাঝারে ;—
নির্গম উপায় যত রণ পরিশেষে।
তাই চিন্তাকুল মন, নহে রণে ত্রাস।
ভুবন-বিজয়ী-ভাই বিজয় আমার
নাহি আজ উপস্থিত, নাই হেথা আজ
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন প্রাণের কানাই।

নকুল। কেন মিছে ভাব দাদা, জানত সকল—
আহ্বানিলে রণে শত্রু, শাস্ত্র বিধিমতে
অবশ্য যাইতে হ'বে সমর প্রাঙ্গণে,
বিলম্ব হইলে শত্রু হাসিবে নিশ্চয়।
নাহি ডরে কুরুদলে পাণ্ড-পুত্রগণ,
ভীষ্ম দ্রোণ না থাকিলে ওরা এতদিনে
তুলারাশি প্রায় সব যাইত উড়িয়া,
ওদের বীরত্ব সব বুঝেছি ক'দিনে।

সদা পাপে রত যাঁ'রা নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান,
কিসে দাদা, তা'রা বল জিনিবে সমরে ?
অথবা মরণ যদি থাকেই ললাটে,
তাতেই বা কেন ভয়, বীরপুত্র মোরা—
কখনো কাতর নহি সন্মুখ সমরে
লভিতে অক্ষয় স্বর্গ পরাণ ত্যজিয়া ।

যুধি । বীরেন্দ্র কেশরীসম উত্তর তোমার ।
কিন্তু মনে কভু ভাই, করেছ চিন্তন,
কি উপায়ে দ্রোণব্যূহে করিয়া প্রবেশ
লভিবে অতুল কীর্ত্তি দুর্জ্জয় সমরে ?
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব হল এতদিনে,
নাজানি কি মহানর্থ ঘটিবেবে আজ !
পাণ্ডবের সখা যিনি দেব বাসুদেব
থাকিলে নিকটে কোন ছিলনাকো ভয় ।
গিয়াছে কিরীটী রণে, সুযোগ দেখিয়া
রচিয়াছে ব্যূহ দ্রোণ, ভেদিতে যাহায
নাহি কোন বীর আর পাণ্ডব শিবিরে,
পার্থই জানয়ে শুধু এ রণ কৌশল ।

অভি । (বীরোচিত ভঙ্গি ও স্বরে)
পূজ্যপাদ, বিজ্ঞতম, জ্যেষ্ঠ তাত তুমি,
অজ্ঞতম দাস আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
ধৃষ্টতা করহ ক্ষমা মিনতি আমার ;
দাসের বক্তব্য যাহা করহ শ্রবণ ঃ—

"নাহি কোন বীর আর পাণ্ডব শিবিরে,"
ভুবন-বিখ্যাত পাণ্ডবংশ-রবি তুমি,
একথা কি শোভা পায় তোমার বদনে?
হায় তাত, বড় ব্যথা বাজিল মরমে।
ধুরন্ধর ধনুর্দ্ধর কত বিদ্যমান,
বীরত্বের রঙ্গভূমি পাণ্ডব শিবির,
চতুষ্টয়ানুজ তব ভুবন-বিজয়ী,
আপনি কংসারি তব সাধেন মঙ্গল,
আত্মীয় বান্ধব তব সবে মহারথী,
নিজে তুমি যুধিষ্ঠির সদা ধর্ম্মে রত :
হ'ক সেই চক্রব্যূহ অজেয় জগতে,
অব্যর্থ কৌশল দ্রোণ করুণ বিস্তার,
বীরেন্দ্র কেশরী এত যাহার সহায়,
'অসম্ভব' অসম্ভব হ'বে পক্ষে তাঁর।
আজ্ঞাকর তাত, দাসে যাইতে সমরে,
দেখিতে বড়ই সাধ আচার্য্য-কৌশল,
হেলায় ভেদিয়া ব্যূহ ও পদ প্রসাদে,
পাণ্ডব-বিজয়-ধ্বজা উড়া'ব নিশ্চয়।
যুধি। ধন্যরে বাছনি মোর ধন্য পাণ্ডুকুলে,
উজল করিলি তুই ক্ষত্রিয় সমাজ।
জানি তুই বীর বাপ, কিন্তু এ পরাণ
না চাহে পাঠাতে তোরে এ দুরন্ত রণে।
বংশের প্রদীপ তুই, অন্ধের নয়ন,

সুভদ্রার একমাত্র অঞ্চলের নিধি।

অভি। কেন ডর রাজা?
সুভদ্রা জননী যার, জনক বিজয়,
ভব-ভার-হারী-হরি মাতুল যাহার,
সে কি কভু হয় ভীত এ ছার সমরে?
দেহ আজ্ঞা, পশি' রণে, আনি দিব বাঁধি
কুরুকুলে আছে যত বড় বড় বীর।
মধ্যাহ্ন গগনে যদি যা'ন অস্ত রবি,
মন্দ সমীরণ যদি ভাঙ্গে হিম গিরি,
তথাপি রোধিতে কেহ নারিবে সমরে,
ভুবন-বিজয়ী-বীর-অর্জ্জুন-নন্দনে।
বড় সাধ মনে তাত, দেখিতে সমরে,
কতবীর্য্য ধরে তব বৃদ্ধ গুরুবর;
বড় সাধ মনে, পশি সমর প্রাঙ্গণে,
কুলাঙ্গার কুরুরাজ আর দুঃশাসনে
সমুচিত দণ্ডদানে করিতে নির্ব্বাণ
মাতা দ্রৌপদীর সেই হৃদয়-অনল।

যুধি। বীরেন্দ্র নন্দন তুই বীর চূড়ামণি,
বীরাঙ্গনা গর্ভে বাপ লভিলি জনম,
কেননা করিবি তুই বংশ সমুজ্জ্বল?
ক্ষত্রিয় কাতর নহে পাঠাইতে কভু
প্রাণাধিক বীরপুত্রে দুরন্ত সমরে।
রহিবে ক্ষত্রিয়পিতা চিরপুত্র হীন

তবু নাহি চাহে কভু কাপুরুষ সুত।
নাচে রে পরাণ অভি হেরি' তোমাধনে,
বংশের গৌরব তুই রাখিবি নিশ্চয়।
কিন্তু বাপ, আজি তব দুরাকাঙ্ক্ষা শুধু
ভেদিতে দ্রোণের ব্যূহ—দুর্জ্জয় ভুবনে।

অভি। কেন কর ভয় রাজা? জানি আমি সব;
কহিলেন পিতা যবে মাতার সদনে,
শুনেছি সে দিন আমি এ রণ-কৌশল,
এ ব্যূহ-ভেদন-প্রথা শুনেছি সকল;
শুনি নাই শুধু আমি নির্গম-উপায়।
কিন্তু তাহে কিবা ভয়? কে রোধিবে মোরে?
শূন্য করি' ব্যূহ যবে হইব বাহির।

ভীম। পাণ্ডু-কুল-রবি, দাদা, অভিমন্যু এই,
হ'ব আমি রণ-ক্ষেত্রে উহার সহায়।
নিরাতঙ্কে কর আজ্ঞা যাইতে সমরে,
কৌরব-গৌরব খর্ব্ব হ'বে এতদিনে।
নিশ্চয় নিশ্চয় রাজা ভাবিও অন্তরে
সপত্নী বিজয়-লক্ষ্মী হ'বে উত্তরার।

যুধি। জানি আমি মহাবীর অর্জ্জুন-কুমার,
হও ভ্রাতঃ, তুমি আ'জ উহার সহায়,
আমিও যাইব রণে লয়ে সেনাদল,
রক্ষিতে বাছারে আ'জ এ ঘোর সমরে।
যাও সবে অস্ত্রাগারে লইয়া অভিরে,

সাজাও উহারে সবে সেনাপতি সাজে,
শ্রীমধুসূদন নাম উচ্চারিয়া মুখে,
হও অগ্রসর সবে সমর প্রাঙ্গণে।

(ঊর্দ্ধমুখে ও করযোড়ে)

দয়াময় হরি, দয়াকরে রে'খো পদে,
বিপদে করিও ত্রাণ বিপদ-ভঞ্জন !
স্নেহের পুতুল অভি যাইতেছে রণে,
বাছা মোর একমাত্র কুলের প্রদীপ,
পাণ্ডবের শুধু প্রভো ! তুমিই সহায়,
ভাগিনেয় তব যেন না পড়ে বিপদে।

সকলে। জয় শ্রীমাধব ! জয় নারায়ণ !

(প্রস্থান)।

——(•)——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

উত্তরার প্রবেশ ও পুষ্পচয়ন।

গীত।

গরবে, পড়ে ঢ'লে, ফুলদল বাগানে।
আপ্‌নি ফোটে, আপ্‌নি হাসে, ছড়ায় সুবাস আপনে॥
ফুর্‌ফুরিয়ে ছোটে-হাওয়া ঠাণ্ডা করে গা',
পাতায় পাতায় পড়ে শিশির টুপাটুপ. টুপাটুপ্‌-রা'ঃ—
কাঁপিয়ে কলি, ছোটে-অলি, উদাস করে পরাণে॥

দূরে সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

ফোটা ফুল গোটা গোটা হে'সে বাগান কচ্ছে আলো।
সৌরভে আকুল হ'য়ে লো, জুট্‌লো এসে অলিকুল
তরু শাখে কোকিল বঁধু, সোহাগে ঢাল্‌ছে মধু,
আকুলপ্রাণে পিক বঁধুলো, বঁধুর পানে চে'য়ে রইল॥

১ম সখী। হের হের সই—
খেলিছে প্রতিমা সহাস মুখে
হেলিয়ে দুলিয়ে,
মাধুরী ছড়া'য়ে,
ধাইছে কখন আপন সুখে।

বহে ধীরি ধীরি মলয় বায়
উড়িছে কুন্তল,
জিনি' মেঘদল,
খেলিছে দামিনী-বরণ-কায়।

২য় সখী। গুন্ গুন্ করি' গাইছে বালা,
ভাবে আপনার
আপনি বিভোর,
তুলিছে কুসুম ভরিয়ে থালা।

মুনি-মনোহারি-নয়ন-কোণে,
সরল চাহনি
ভুবন মোহিনী
কত হৃত কথা জাগায় প্রাণে।

১ম সখী। ধরা যেন নহে কিছুই তার,
আপনার মনে
আপনার প্রাণে,

আত্মহারা হ'য়ে গাঁথিছে হার।

শোভিত উদ্যানে পুষ্পিত তরু,
রূপের ফোয়াড়া
যুবতী উত্তরা,
তাহার মাঝারে রাজিছে চারু।

২য় সখী। সে ফোয়াড়া হ'তে লাবণ্য যেন,
আপনা আপনি
লুটায়ে মেদিনী,
দ্বিগুণ উজল করিছে বন।

প্রেমিক অনিল প্রেমের বশে
ফুলের সুগন্ধে,
মনের আনন্দে,
যুবতী-শরীর মাখায় র'সে।

১ম সখী। প্রভাতে রবির শীতল ছবি,
সেরূপ মাধুরী
যেন নিজে হেরি',
পশেনা উদ্যানে প্রমাদ ভাবি'।

শেফালিকা তরু উপদাছলে,
সুগন্ধ প্রসূন

ক'রে বরষণ
আপন সোহাগে পড়িছে ঢ'লে।

২য় সখী। যুবতী-গমন নর্ত্তন গ'ণে,
মৃদুল পবন
বেনুর কীর্ত্তন
কুঞ্জ বংশ রন্ধ্রে করিছে ক্ষণে।

আনন্দে মাতিয়া বিহগ গায়
ষট্‌পদের তানে
পিক কুঁহু গানে
আনন্দে উদ্যান ভাসিয়া যায়।

কোথাও কুসুম লতিকা চয়,
জগ নিরুপমা
হেরি' সে প্রতিমা
ক্ষীণ কটি ধরি বেষ্টিয়া রয়।

গীত।

মলয় বায়ে উদাস করে প্রাণ।
থে'কে থে'কে কচ্ছেলো আন্‌চান্
আমার এই ফোটা কলি,
ঐ বুঝি ছোয়ল অলি,

শিউরে শিউরে উঠ্‌ছে অঙ্গ,
কাঁপছে লো পরাণ ঃ—
আয় করি লো পয়াণ ॥

সখীদের প্রস্থান।

উত্তরা। পরাণ উদাস হল,
হেরি প্রকৃতির অপরূপ
শোভা এ প্রভাতে।
যাই—
তুলিগে কুসুম রাজি।
পূজিবেন শ্বশ্রূমাতা
মঙ্গলের তরে.
মঙ্গল-আলয় শিবে।

(পুষ্পচয়ন)

নেপথ্যে। উত্তরা ! উত্তরা !

উত্তরা। (সচকিতে)
প্রিয়জন-সম্ভাষণ প্রিয়জন-কাণে,
লেগে থাকে যেন হায় দিবস রজনী!

(পুনঃ পুষ্পচয়ন)

নেপথ্যে। (কুঁহুধ্বনি)

অভিমন্যুর প্রবেশ।

উত্তরা। একি বীর, কেন আজ পিক অবতার ?

অভি। দেখি কেহ যদি পড়ে ফাঁদেতে আবার।
উত্তরা। ভয় নাই ঘটকিনী আছে উপস্থিত।
অভি। বন খুজি' ঘটকালী নাহয় উচিত।
উত্তরা। বীরচূড়ামণি হ'য়ে মনে এত ভয়?
অভি। ও নয়ন বাণে সবে মানে পরাজয়!
উত্তরা। আ'মরি, আ'মরি, রসিক বর!
উথলি' পড়িল রসের সর!
অভি। লাগিবে লাগিবে লাগিবে গায়,
আয় ত্বরা ক'বে সরিয়ে আয়।
উত্তরা। আ'ছিছি আ'ছিছি মরি হে লাজে,
একেলা পাইয়ে কানন মাঝে,
নারী সনে হেন ব্যা'ভার কর,
সাবাসি, সাবাসি, সাবাসি বীর!
অভি। আহা লো লাজুক রমণিমণি,
থে'ক সাবধানে বলিগো ধণি,
লাগিলে বীরের আঁচড় গায়
হইবে সে দাগ উঠান দায়।
উত্তরা। বটে, বটে, বটে, রসিক রাজ!
আঁচড় দেওয়া বীরের কাজ?
বীরের বালাই লইয়ে মরি,
গা'বে গুণ তব জগত-নারী!
অভি। হ'য়েছে হ'য়েছে অনেক প্রিয়ে!
পুড়োনা কথার ছলনা গেয়ে,

মানে হা'র অভি প'ড়ে বিপাকে
চিরদিন হা'র মেনেছি তোকে!

উত্তরা। বেশ, বেশ, বেশ, বীরেন্দ্রমণি—
কুরু-ক্ষেত্র রণে যাবেন ইনি।
ভাল বীর-সাজ লও ত পরি'—
দু'হাতে দু'গাছ সোণার চুড়ী?

অভি। কি বলিস্ বল নির্লজ্জ ছুঁড়ী!
হাতে দিয়ে দিবি সোণার চুড়ী?
চুরিইত মোর হয়েছে কাল,
ছেড়ে নাহি দিস্ চোরাই মাল।

উত্তরা। চুরি ক'রেছিলে নারীর মন,
তাই চোব সহ চোবাইধন
রেখেছি হৃদয় গারদে পূ'বে,
মন্মথ রাজাব আদেশ ভরে।

অভি। ক্ষমাদে ক্ষমাদে প্রিয়ে ক্ষমাদে এখন,
চল যাই এবে মোরা জননী সকাশে,
যাব লো উত্তরে, তোর সপত্নী আনিতে,
গগনে বাড়িল বেলা দেখ্ চেয়ে ওই।

উত্তরা। (সবিষাদে)
বল নাথ, দেখিবারে যে বদন-চাঁদে,
রহিত ব্যাকুল সদা এ চিত্ত-চকোর,
কেন সে বদন হে'রে কাঁদে আজ প্রাণ,
কেন মনে জাগে নানা অমঙ্গল কথা?

অভি। সত্যই কি পাগলিনী হইলে উত্তরে?
ছিছি ছিছি, একি তব খেদের সময়?
হাসিবে ক্ষত্রিয় বালা একথা শুনিলে।
বিভুর প্রসাদে আজ প্রাণপতি তব,
অধিষ্ঠিত পাণ্ডবের সেনাপতি পদে।
মাধব মাতুল যার সর্ব্বভয়-হারী,
পিতা যার বাহুবলে ভুবন-বিজয়ী,
হ'য়ে তার নারী, ছি-ছি ডর ছার রণে?
সুভদ্রার পুত্রবধূ নহ কি উত্তরে?
রে'খ মতি সদা প্রিয়ে বিভুর চরণে,
হরিবে সকল ভয় ভব-ভয়-হারী।
চল এবে যাই তবে যথা মা জননী
মোদের মঙ্গল তরে পূজিছেন শিবে।

(সখীদের প্রবেশ ও গীত)

দোঁহে গরব ভরে, প্রেম-সোহাগ ভরে,
সুখে অধর-সুধা অধরে মাখে।
হ'য়ে দোঁহে মুখোমুখী, প্রেমে করে চোখচোখী
হৃদয়ে হৃদয় রেখে বিভোর থাকে॥
টানে প্রাণে মনচোর, আকুলিতা বধূ ঘোর,
আবেশ অবশ প্রাণে ঢলিয়ে রহে ঃ—
বঁধূ চায় বধূপানে, নয়নে নয়ন হানে
হাঁসি হাসি মিশি মিশি আদরে সুখে॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিব-মন্দির।

সুভদ্রা আসীনা।

সুভদ্রা। দেবাদিদেব মহাদেব!
কৃপানেত্রে চাহ একবার,
কিঙ্করীর পানে।
বাছা অভিমন্যু মোর
এক মাত্র বংশের প্রদীপ;
শিবময় শিব,
করহ মঙ্গল তার;
বিঘ্ন নাশ কর দেব বিঘ্নবিনাশন!
এই মাত্র ভিক্ষা দাসী
মাগে রাঙ্গা পায়।
জয় ভুতনাথ ত্র্যম্বক ভালে শোভিত শশীকলা,
জয় আশুতোষ বোম্ বোম্ হর হর ভোলা।

(অভিমন্যু ও উত্তরার প্রবেশ)

অভি। প্রণমি চরণে মাতঃ,
কর আশীর্ব্বাদ।

সুভদ্রা। ধর দোঁহে আশীর্ব্বাদ যুগ্ম বিল্বদল,
শিবময় শিব দোঁহে রাখুন মঙ্গলে।

বৎস অভি, মাতা তব মঙ্গলের তরে
পূজে ভক্তিভরে শিব আশুতোষে,
কি হেতু আইলা হেথা বল যাদুমণি
আছে কিবা প্রয়োজন, শুনিতে বাসনা।

অভি। সার্থক জননি,
ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ তব শিব-আরাধনা!
তাই শিশুমতি পুত্র তব আজ মাতঃ
অধিষ্ঠিত পাণ্ডবের সেনাপতি পদে।
মাগো, ধর্ম্মরাজ আজ প্রভাত সময়ে
হইলা ব্যাকুল অতি শুনিয়া বারতা—
'রচেছেন চক্রব্যূহ দ্রোণ মহাবল
ভেদিতে যাহারে বীর বিরল ধরায়'।
নেহারি' সে ভাব মাতঃ, হইনু কাতর,
সম্বোধি' রাজায় তবে কহিল এ দাস—
"যাইতে প্রস্তুত রণে কুমার তোমার,
আসিবে অক্ষত দেহে নাশিয়া অরাতি"।
পুলকিত হ'লা রাজা শুনি' কথা মম,
আলিঙ্গন দিয়া কত করিলা আদর,
নানা বাক্যে লাগিলেন বুঝাইতে মোরে—
"অতি ভয়ঙ্কর ব্যূহ নর কালান্তক"।
কিন্তু পুত্রে তব মাতঃ না দেখি' বিমুখ,
আনন্দে বরিলা রাজা সেনাপতি পদে;
তাই এবে আসিয়াছি লইতে বিদায়,

পাণ্ডব বিজয়ধ্বজা উড়া'তে সমরে।

সুভদ্রা। বীর-চূড়ামণি বাপ, ধন্য তুই মোর!
ধন্যা আমি ভবে, ধরি' তোমায় জঠরে,
পাণ্ডু-বংশ সমুজ্জ্বল হ'ল তোমা হ'তে।
"প্রাণপুত্র সেনাপতি" হই। হ'তে আর
কি আছে আনন্দ বার্ত্তা ক্ষত্রিয়-মাতার?
নাচেরে ধমনী সব, নাচরে পরাণ,
আয় কোলে ল'য়ে বাপ্ চুমি চাঁদ মুখ।
আবার, আবার বাছা, বলরে আবার,
সত্যই কি মহারাজ দুঃখিনীর ধনে,
বরেছেন পাণ্ডবের সেনাপতি পদে?
ক্ষত্রিয় রমণী ভবে নাহি চাহে আন,
চাহে শুধু দেখিবারে বীরেন্দ্র কুমার।
মায়ের পরাণ বাপ, অতি স্নেহময়,
তাতে তুই একমাত্র তনয় রতন,
তাই বুঝি কাঁপে প্রাণ পাঠাইতে তোরে
দুর্জ্জয় অরাতি পূর্ণ—এই মহাহবে।

অভি। মাগো, কেন কর ভয়?
তোমার প্রসাদে মাতঃ, তনয় তোমার,
কুরু-বীরগণে ভাবে তৃণের সমান;
আসিব বিনাশি' সবে অক্ষত শরীরে।

সুভদ্রা। কৌরবেরা তৃণ সম বটে তব কাছে,
জান নাকি বাপধন,

কুরু-বীরগণ অতি ধর্ম্ম জ্ঞান হীন,
পাপ পথে সদা তারা করে বিচরণ।
অন্যায় সমরে রত নিয়ত কেবল ;
তাই কাঁপে প্রাণ বাপ্, নহে অন্য ভয়।
নহেরে বিমুখ কভু ক্ষত্রিয়-জননী,
পাঠা'তে সম্মুখ রণে প্রিয়তম সুতে।

অভি। আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ, বিজয় নন্দন
অবশ্য বিজয় লাভ করিবে সমরে ;
কেন কর শঙ্কা মনে, কিছার কৌরব ?
সহস্র চাতুরী জাল পাতুক তাহারা।
মাধবের ভাগিনেয় নাহি ডরে তাহে।

সুভদ্রা। ভুবন-বিজয়ী বাপ,
জানি তুমি বাহুবলে বটে সর্ব্বজয়ী,
যাও বৎস রণ-সাধ মিটাও সমরে !
ধর আশীর্ব্বাদ বাপ্, এই বিল্বদল,
হউক সহায় তোর দেব ত্রিলোচন,
সকল বিপদে তিনি রক্ষিবেন তোরে।
যাও বৎস রণাঙ্গণে, করি আশীর্ব্বাদ—
যুদ্ধক্ষেত্র হয় যেন মম বক্ষস্থল।
কেন মা উত্তরে, তোর মলিন বদন,*
এ নহে মা তোর কভু বিষাদের কথা,
হইয়া প্রসন্ন ডাক দুঃখ-হর হরে,
সর্ব্ব বিঘ্ন বিদূরিত করিবেন তিনি।

উত্তরা। মাগো,

কিছুই বুঝিতে নারি!

কেন প্রাণ থেকে থেকে উঠিছে কাঁদিয়ে?

শূন্যময় হেরি চারিদিক্!

হুহু করে প্রাণ—দুর্ দুর্ করি'

কাঁপিছে হৃদয়!——

সুভদ্রা। (বাধা দিয়া) ছিছি!

ক্ষত্রিয়ের বধূ হ'য়ে

শুধু দুর্ভাবনা ভাবি' হও উচাটন?

কেন চিন্ত অমঙ্গল মঙ্গলের কালে?

এস দোহে, ভক্তিভরে পূজিয়া শঙ্করে

লব আশীর্ব্বাদ।

অভি। (স্বগত) ধন্যা মা তুমি!

তব মত মাতা যদি থাকে ঘরে ঘরে,

তবে এ ভারত আর ডরায় কাহারে?

(প্রকাশ্যে) নমি গো জননি,

শ্রীপদ পঙ্কজে তব। (প্রস্থান)

পটক্ষেপ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

-০*০-

চক্রব্যূহদ্বার

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। সৈন্যগণ,
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার।
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'
এ প্রতিজ্ঞা করি মনে
হও অগ্রসর।
আর্য্যবংশধর সবে, ক্ষত্রিয় সন্তান,
সে নামের সার্থকতা কর সম্পাদন
বীর দাপে, বীর হুহুঙ্কারে,
বীর পদ ভরে,
কাঁপাও মেদিনী—
কাঁপাও আকাশ বায়ু,
কাঁপাও ভূধর।
স্বদেশের তরে, স্বীয় প্রভুতরে,
যদি ত্যজহ পরাণ,

নাহি খেদ তাহে ;—
লভিবে অক্ষয় স্বর্গ।
মাত সবে বীর মদে,
নাচ সবে, বীরনাদে
জাগাও, জাগাও ভারত-ভূমি,
দেখাও, দেখাও জগতজনে,
কত বীর্য্যবান বটে আর্য্যসুতগণ।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। প্রবেশিবে ব্যূহমাঝে পাণ্ডু সেনাপতি—
সব্যসাচী পিতা যার, মাতুল কেশব,
বীরাঙ্গনা ভদ্রা যা'রে ধরিলা জঠরে।
না সহে বিলম্ব আর ছাড় শীঘ্রদ্বার,
অথবা যুদ্ধের সাধ যদি থাকে মনে—
সমরের ইচ্ছাতব অবশ্য মিটা'ব।

জয়। অতিরূঢ় হইলেও বালকের বাণী
অমৃত বর্ষণ করে মানব শ্রবণে।
কেন হেথা অভিমন্যু ? এ নহে তোমার
শৈশবের ক্রীড়াভূমি। কি দেখিবে বল ?
নাই হেথা তোমাদের খেলার জিনিষ.
অথবা খেলার সাথী নাই হেথা তব।

অভি। মূঢ় তুই, কি বুঝিবি নির্লজ্জ তস্কর,
ক্ষত্রিয় শিশুর লীলাস্থল রণাঙ্গণ ;

ধনুর্ব্বাণ, অসি, গদা ক্রীড়ার জিনিষ ;
বীরেন্দ্র কেশরী যত বটে সাথী তার।
'নাই হেথা তোমাদেব খেলার জিনিষ'
একথা যথার্থ বটে ওরে দুরাচার।
তা' না হ'লে কেন হ'বি রণে পরাঙ্মুখ ?
বলিহারি বীরপণা, বীরচূড়ামণি !
মরণের ভয় মনে ? কর পলায়ন,
কাপুরুষ নাহি বধে ক্ষত্রিয় কুমার।

জয়। এতই আস্পর্দ্ধা ওরে অবোধ বালক ?
নিশ্চয় বুঝিনু তোর শমন নিকট।
সমরের সাধ তোর অবশ্য মিটাব,
ধরি' শীঘ্র অসি করে হও অগ্রসর।

উভয়ের যুদ্ধ, জয়দ্রথের
পরাজয় ও অভিমন্যুর ব্যূহপ্রবেশ।

জয়। ধন্য ধন্য অভিমন্যু !
কিন্তু আজি শুধু
দুরাকাঙ্ক্ষা তব মনে।
আনায় মাঝারে ব্যাঘ্র পশয়ে যেমতি,
তেমতি পশিলে তুমি
নরকালান্তক
এইব্যূহ মাঝে
বীরগণ, রহ সাবধানে

পাণ্ডুপুত্রগণ যেন
নাপারে পশিতে হেথা।
কি ভয়—কি ভয়?
বিঘ্ন-হারী হর আজ সহায় মোদের।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। আরে ধর্, ধর্, ধর্, ছেলেটাকে ধ'রেফেল্। শালাবা কোন কাজের নয়! কেবল মোটা মোটা মাইনে নেওয়া, আর চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব কাউকে নাদিয়ে খাওয়া রাজা কি বিপদেই ফেলেছেন! আমায় দিয়েছেন পর্য্যবেক্ষণের ভার। এখন আমি যদি সবদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করি তবে আমার উদর পর্য্যবেক্ষণ করে কে? (জয়দ্রথেরদিকে চাহিয়া) ও কেবে বাবা! না না, আমি ভুল করেছি; এ সে নয়। কেও জয়দ্রথবীর!

জয়। কি ঠাকুর, ভয় পেয়েছিলে কেন?

বিদূ। না না, এমন কিছুনয়। আমি একটা কিছু মনেক'রেছিলেম। দেখ জয়দ্রথ, আমি বলি, এসব বজ্রপাত ক'রে ভগবানের সৃষ্টির অনিষ্ট করা চেয়ে সৎকার্য্য·· অর্থাৎ কিনা ব্রাহ্মণ-ভোজন—অতিথি-সৎকার করান ঢের ভাল।

জয়। তা' ঠাকুর, আজ যে স্থানে এসে অতিথি হয়েছ, তাতে তোমার সৎকার কত্তে আবার আমাদের চিন্তে কত্তে না হয়, তবেই মঙ্গল।

বিদূ। ও বাবা, তুমি বল কি? আমি কোথা যাব? হায় হায় আমার কি হ'বে। ও ব্রাহ্মণি, তুমি আমার এমন সময় কোথা রইলে গো! তোমার অঞ্চলের নিধি বুঝি পটল তোলে গো। ও জয়দ্রথ! তোমার হাতে ধ'রে বলছি তুমি আমাকে ব্যূহের বাইরে রে'থে এস, আমি সটান গিন্নীর কাছে চ'লে যাই!

জয়। সে কি ঠাকুর! মহারাজ তোমায় পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়েছেন। তুমি কি ক'রে চ'লে যাবে? এইকি তোমার রাজভক্তি?

বিদূ। আরে রে'থে দাও তোমার রাজভক্তি শিকেয় তুলে। ও সব ভক্তি ফক্তি আমার গরজ বুঝে।

জয়। ভয় নেই, ভয় নেই, ঠাকুর, তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা রয়েছি, বিশেষ মহারাজ তোমায় যে সব স্থানে নিযুক্ত করেছেন, সেখানে তুমি নিরাপদে ঘু'রে বেড়াও, কেউ তোমার ধারেও যাবেনা। এখন জিজ্ঞেস করি তুমি যে সৎকার্য্য করার কথাটা বলছিলে তা' করলে কি হয়?

বিদূ। বেশ বেশ বেশ, তোমার দেখছি ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞান লাভ হচ্ছে, ভাল ভাল ভাল। "শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্"। ময়রেশ্বর তোমায় সদয় হউন।

জয়। ময়রেশ্বর কি-ঠাকুর?

বিদূ। তোমরা ক্ষত্রিয় জাত—কেবল যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত। পরলোকের তত্ত্বটা ত কিছুই রাখনা। তবে বল্‌ছি শোন—

এসব পবিত্র কথা পবিত্র হয়ে শুন্‌তে হয়—এই পরলোকে বা স্বর্গলোকে স্বাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ-ময়রালোক বর্ত্তমান। সে স্থান অতি রমণীয়। মহামহোপাধ্যায় উদর সর্ব্বস্ব ঠাকুর-কৃত ময়রাপুরাণের ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়ে তাহার বর্ণনা আছে—এইরূপ—(সবটা আমার মনে নাই, কতকটা আছে) —ময়রালোকের সামনেই কামধেনু আছেন; প্রবেশ-দ্বারের দুই দিকেই জ্বালামুখী ঘৃত সরোবর, তাহাতে লাবণ্যবতী সুন্দরী ছানা নাম্নী বালিকারা বিবিধ কেলী কচ্ছে। দুই পাশে আটা ও গমের সুন্দর বাগান বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরী প্রবেশ মাত্রই দিব্যজ্ঞান লাভ! তখন দেখ্‌বে ময়রেশ্বরের প্রকাণ্ড দরবার! দেখ্‌তে পাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রসের গোলা বা রসগোল্লা চারিদিকে শোভিত। রসিক ভিন্ন তারকাছে আর কে যেতে পারে? পানতোয় রয়েছে দু'ধারে। থালে থালে মোহনভোগ সজ্জিত। তার পাশেই লালমোহন বাবু, ক্ষীরমোহন বাবু প্রভৃতি ব'সে আছেন। আর এদিকে—খাজাসুন্দরী, গজাসুন্দরী, কচুরীমণি প্রভৃতি অপ্সরাগণ পুরী আলো কচ্ছে। জিলিপি ভায়ারা হাত পা গুটিয়ে গুটিয়ে বসে আছেন। আর বুঁদে প্রভৃতি সাধারণ সভাসদ্‌গণ চারদিকেই আছেন।—

জয়। থাম, ঠাকুর থাম। আহা, এমন শাস্ত্র তুমি জান একথা আগে টের পাই নেই। আজ যুদ্ধ শেষেই আমি তোমার নিকট ময়রাপুরাণ শুনবো।

বিদূ। মাথা মুণ্ড শুন্‌বে। ঐ কেবল এককথা। আহার নেই নিদ্রে নেই, কেবল যুদ্ধ-যুদ্ধ।

জয়। কি ক'রব ঠাকুর? এখন যে শত্রু সম্মুখীন। ঐ শোন কোলাহল।

বিদূ। আঁা! বলকি? তবে আমি কোথা যাব? ও জয়া, এই কি তোর মনে ছিল?

জয়। পালাও-পালাও, এইদিক্ দিয়ে পালাও।

বিদূ। আঁা, আঁা! (বিদূষকের পলায়ন ও পুনরায় দৌড়িয়া আগমন) ও বাবারে, এইবারই গিয়েছিরে! ও গিন্নি—তুমি কোথা রইলে গো! একবার এসে দে'খে যাও গো!

জয়। কি হয়েছে ঠাকুর? কি হয়েছে?

বিদূ। ওরে আমি কোথা যাব? ও জয়া আমায় রক্ষাকর। ঐ বুঝি এলো গো এলো। শ্রীমধুসূদন! দুর্গা! দুর্গা!!

জয়। কে আস্‌ছে ঠাকুর বলনা? কেবল ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ!

বিদূ। (কাঁপিতে ২) আরে সেইটেরে-সেইটে! ও বাবারে! ও গিন্নি, দুর্গা, দুর্গা!

জয়। তোমার মাথা, বামুন কেবল গিন্নী, ব্রাহ্মণী, নাম বই কিছু জানেনা। আরে বলনা কে?

বিদূ। ও বাবা, নাম যে মুখে আসেনা, ঐ যে একটা মস্ত কি হাতে। নাম ভীমে না কি যেন। ও বাবা, আমার কি হ'বে গো। ও ব্রাহ্মণি, আমি ত চল্লেম, হায় তোকে আর পুন্নাম নরক হ'তে উদ্ধার কত্তে পাল্লেমনা।

জয়। (স্বগত) বুঝলেম ভীমসেন নিকটে এসেছে। প্রস্তুত

হ'তে হয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি ঐদিক্ দিয়ে পালাও। কোন ভয় নেই।

বিদু। ও জয়া, তুই আজ প্রকৃতই আমার পুত্রের কাজ করলি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি যেন পরজন্মে খুব একটা বড়লোকের পোষ্য পুত্র হ'ও। (বিদূষকের প্রস্থান)

ভীমের প্রবেশ।

জয়। কোথা যাও মধ্যম পাণ্ডব?
রক্ষে দ্বার জয়দ্রথ বীর।
আগে কর অস্ত্র বিনিময়,
প্রবেশ করিও পরে।

ভীম। (পরিহাসে) বটে,
"রক্ষে দ্বার জয়দ্রথ বীর",
ভাল, ভাল,
বুদ্ধি মম করহ গ্রহণ—
"জয়দ্রথ বীর" ইহা লিখি নিজ'ভালে,
দাঁড়াও হেথায়।
নইলে,
ভুলে বীরগণ না বন্দিয়া তোমা
প্রবেশিবে ব্যূহমাঝে।
হা-রে নির্লজ্জ,
এত শীঘ্র ভু'লে গেলি সব?
নাই কিরে কিছুই স্মরণ?

বুঝিলাম—
ঘৃণা লজ্জা হৃদে তোর নাই একেবারে।
হা-রে দুরাচার,
পঙ্গু হয়ে সাধ মনে
লঙ্ঘিতে ভূধর ?
পিপীলিকা হয়ে সাধ
উড়িতে আকাশে ?
মণ্ডূক হইয়ে বাঞ্ছা
জিনিতে ভুজগে ?
ভাল,
উপযুক্ত শিক্ষা তোরে দিব এইবার।
হওরে প্রস্তুত,
যম তোর বসিল শিয়রে।

জয়। বাক্য-যুদ্ধে নাহি ফল,
পরীক্ষায় সব
এখনি প্রকাশ হবে।
হও অগ্রসর।

যুদ্ধ, ভীমের পরাজয় ও
প্রস্থান।

——(:•:)——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

-o*o-

চক্রব্যূহ।

অভিমন্যু।

অভি। ধন্য দ্রোণাচার্য্য, ধন্য তব সমর পটুতা!
তা'র স্বাক্ষী এই চক্রব্যূহ।
বহু যোদ্ধা—বহু বীর হত মোর শরে,
কিন্তু কোথা' কুরুরাজ?
কোথা পাপাচার দুঃশাসন,
মন্দবুদ্ধি কপটী শকুনি?
যাহাদের রক্ত পান তরে
লোলুপ এই অস্ত্ররাজি।
ঐ, ঐ বুঝি আসে দুঃশাসন,
অহো! পাপিষ্ঠেরে করিয়া লোকন,
জ্বলে মম আপাদ মস্তক!

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

ভাল সুপ্রভাত আজ তাই বীরবর!
ঘটিল তোমার সহ হেথা সম্মিলন।
আপনি কি সেই প্রভু, যিনি সভামাঝে

করেছিল অপমান পাণ্ডু পুত্র গণে ?
অহো, জ্বলে প্রাণ মন স্মরিলে সে কথা।
এখনো নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়ায়ে বর্ব্বর ?
ভাব নাই কিরে প্রাণে মরণের ত্রাস ?
ধর্ ধনুঃ, বাণ, অসি, নহিলে স্মরণ
করহ অন্তিমে যারে করিতে মনন।

দুঃশা। অরে ক্ষুদ্রমতি শিশো, জানি আমি তোর
নিশ্চয় হ'য়েছে কাল নিকট আগত।
ন'লে কেন হ'য়ে ছার গোমায়ু অধম
কেশরী-আবাসে দম্ভে করিবি প্রবেশ ?
হও অগ্রসর, আজ সমর বাসনা,
মিটাইব তোর রণে, এজনম তরে।

(যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পলায়ন

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। দাঁড়ারে দুর্ব্বুদ্ধি শিশো! দাঁড়া একবার ;—
ভেক হয়ে সাধ বাদ ভুজঙ্গের সনে ?
সামান্য জলজ হয়ে
আশা মনে নক্রে জিনিবারে ?
অহো—কি দুরাশা!
ধর অস্ত্র—দেখা যাবে আজ
কত বীর্য্যবান বটে অর্জ্জুন কুমার।

অভি। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"।
কর্ণ!
তব বাক্য আড়ম্বরে
না হয় ব্যথিত মন।
তবে—দুঃখ এই মনে—
ভুবন বিজয়ী—ভুবনশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-বংশধর
যুঝিবে সমরে আজ,
হীনজন্ম—নীচ অঙ্গরাজ সহ!

কর্ণ। সাবধানে কথা ক'স উন্মত্ত বর্ব্বর।
অহো, অসহ্য এ বাক্য-বাণ;
হও অগ্রসর—
দেখা যাবে, কেবা কত শক্তি-ধর।

(যুদ্ধ ও কর্ণের পলায়ন)।

(তর্জ্জন করিতে২ শকুনির প্রবেশ)

শকু। রক্ষা নাই—রক্ষা নাই,
কিছুতে নিস্তার আজ নাই দুঃরাশয়।
বহুদিন উপবাসী এই করপাল
রক্তপান করি' তোর মিটাবে পিয়াস।
অব্যর্থ শরব্য এর, থাকিলে শকতি
রোধ কর গতি এর; নহিলে শঙ্কট।

(যুদ্ধ ও শকুনির পলায়ন)।

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

কৃপা। বেড়েছে সাহস বড় ক্ষুদ্র মতি শিশো!
দৈবযোগে কর্ণাদিকে করি পরাজয়
ভে'বেছে কি বীর শূন্য হ'ল কুরুপুরী?
প্রাণের বাসনা আজ ছাড় রে অবোধ!
হিমালয় শৃঙ্গ যদি যায় গুড়া হ'য়ে,
অহি যদি হত হয় ভেকের পীড়নে,
অস্ত যদি যান রবি পূবব অম্বরে,
তথাপি কৃপের হাতে নাহি তোর ত্রাণ।
ধর অসি, শরাসন, ক্রুঘন নারাচ,
যাহা অভিরুচি ল'য়ে হও অগ্রসর,
শমন সদনে তোর অবশ্য গমন
করিতে হইবে আজ অবোধ বালক!

অভি। ছাড় কুবাসনা ওরে দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ,
অস্ত্র, শস্ত্র, যোদ্ধৃবেশ না সাজে তোমার
ভুলিয়া স্বজাতি ধর্ম্ম পর ধর্ম্মে যেই
করে বিচরণ, তার সম কেবা আর
আছে দুরাচার এই অবনী মাঝারে?
নিজ হিত আশা যদি কর মূঢ় দ্বিজ,
কর পলায়ন, ন'লে কিছুতে নিস্তার
নাহি আজ মোর হাতে; জানিও নিশ্চয়।
দু'টা আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়ে কি ভাব
ভীত হ'বে সমরেতে অর্জ্জুন নন্দন?

আবার আবার বলি কর পলায়ন,
ক্ষত্রিয় না করে হিংসা ব্রাহ্মণের প্রতি।

কৃপা। বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে?
একান্তই আজ তোর ঘটিবে মরণ।
ধরি অস্ত্র আত্মরক্ষা কর দুরাশয়।
বৃথা বাক্য আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন,
শিয়রে বসিল তোর কৃতান্ত করাল।

(যুদ্ধ ও কৃপাচার্য্যের পলায়ন)

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

অভি। দুরাশা কেনরে ভাই, যাও ফিরি ঘরে,
শিশু তুই, তোর সহ কি বিবাদ মোর?
ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র জাননা কি ভাই?

লক্ষ্মণ। ছাড়িয়া বাক্যের ছটা বল শীঘ্র করি'
কুণ্ঠিত হইয়া থাক যদি যুদ্ধ দিতে।
নিরস্ত্রকে আক্রমণ নহে ক্ষত্র-ধর্ম্ম।
যুঝিতে বাসনা যদি লও অসি করে।

অভি। লক্ষ্মণ, ভাই!
শিশু তুমি—তাই কহ হেন।
কি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র জাননা কি ভাই?
হেথা দয়া, মায়া লেশমাত্র নাই!
হের হের ওই
কত শত মহারথী করেছে শয়ন
চির সুষুপ্তির কোলে।

বংশের দুলাল তুই, স্নেহের পুতুল।
রাখ মোর কথা,
দাদা আমি তোর!

লক্ষণ। জানিলাম আজি,
কাপুরুষ অতি পার্থসুত।
হইয়ে ক্ষত্রিয়-পুত্র,
দেখাইছ রণ-ভয় ক্ষত্রিয় শিশুরে?
এই কি তোমার শিক্ষা?
না-না, বুঝিলাম
মরণের ভয় জাগিয়াছে চিতে।
তাই এবে কুণ্ঠিত সমরে।

অভি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা রহ স্বাক্ষী সবে,
নহি আমি দোষী।
লক্ষণ, হওরে প্রস্তুত।

(যুদ্ধ ও লক্ষণের পতন)

লক্ষণ। উঃ প্রাণ যায়!
দাদা অভি, ক্ষম এ দাসেরে!

গীত।

চলিলেম দাদা অভি এ জনম তরে।
জীবনের লীলা-খেলা আজি সাঙ্গ ক'রে॥
শিশু ব'লে ক্ষম মোরে, দুখ দিয়াছি তোমারে,

ভোল চিরদিনের তরে এই অভাগারে ॥
অভাগা আমি বলিয়ে, না দেখলেম অভাগী মায়ে,
সাধের 'মা'বলা ডাক ফুরাইল চিরকালতরে—
এস দাদা কাছে এস, 'ভাই'বলে প্রাণ তোষ,
শুনি' সুখে যেন লক্ষণ চিরযাত্রা করে ॥

উঃ অসহ্য যাতনা !
যাই-যা-ই-মা-মা— !! (মৃত্যু)

অভি। হায় ! হায় !
একি সর্ব্বনাশ ?
বিকশিত না হইতে কলি,
শুখা'ল মুকুলে ?
কোথা যাস্ ভাইরে আমার !
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !
উঠ একবার,
নাও অসিকরে
কর দ্বিখণ্ডিত মোর শির,
আর কিছু না বলিব তোরে !
(রোদন)

সৈন্যগণের লক্ষ্মণের দেহ নিয়া প্রস্থান।

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। কোথা, কোথা সেই
পুত্রঘাতী পাপাচার ?
কোথা সেই নরাধম ?
ঐ—যে ঐ—যে
অহো, এখনো এখানে পাপী
আছে দাড়াইয়া ?
এখনও পাপিষ্ঠের শির
হয় নাই বিলুণ্ঠিত
ভূমিতলে ?
সৈন্যগণ, যোদ্ধৃগণ,
কি দেখিছ আর ?
হান—হান—তীক্ষ্ণবাণ পাপিষ্ঠেরশিরে,
বধ—বধ—দুরাচারে যে কোন প্রকারে।

অভি। মনের বাসনা,
বিধি বুঝি এতদিনে পূরাইল মোর।
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি আয় নরাধম,
যদি নাহি রণ হ'তে কর পলায়ন
জীবনের রণ-সাধ মিটাইব আজ।
পড়ে কি বর্ব্বর মনে ? পাণ্ডু পুত্র গণে,
করেছিলি অপমান রাজ সভামাঝে,
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ অবশ্য তাহার
পাইবি, পাইবি মূঢ়, পাইবি নিশ্চয়।

যে শয্যায় পুত্র তোর করেছে শয়ন
সে শয্যাই তোর তরে হ'য়েছে রচিত ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল আসে যদি সব
রক্ষিতে আহবে তোরে, তথাপি কখন
না পাবি নিস্তার আজ জানিস্ নিশ্চয়—
যদি নাহি পৃষ্ঠভঙ্গ দিস্ রণ হ'তে।

(যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের পলায়ান)

বেগে অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব। চূর্ণিব আস্পর্দ্ধা ওরে দুর্ম্মতি বালক !
হও শীঘ্র অগ্রসর ;
সমর বাসনা তোর মিটাইব আজ
এজনম তরে।

অভি। সাবধানে অশ্বত্থামা
কর আত্মরক্ষা।

(যুদ্ধ, অশ্বত্থামার মূর্চ্ছা ও সৈন্যগণের
তাহাকে নিয়া প্রস্থান)।

দ্রোণের প্রবেশ।

দ্রোণ। অসহ্য—অসহ্য,
কোথা সেই গর্ব্বিত বালক ?

অভি। হায় দেব, বল শুনি, কেমনে যুঝিব
আমি তব সনে রণ, হয়ে শিষ্য-পুত্র ?

একেত ব্রাহ্মণ তুমি, তাহে পিতৃ-গুরু,
কেমনে ধরিব অস্ত্র বল তা' দাসেরে ?

দ্রোণ। ওরে মূঢ়, ভেবেছ কি পাইবি নিস্তার
বালক-সুলভ—মধুমাখা কথা ক'য়ে ?
মরণের ত্রাস বুঝি জাগিয়াছে মনে !
জানিস্ জানিস্ স্থির, কিছুতে নিস্তার
নাহি তোর আজ, এই দ্রোণের করেতে।
দৈব যোগে কৃপ-কর্ণে পরাস্ত করিয়া,
বীর চূড়ামণি বলি ভাবিস্ নিজেরে ?
জানি আমি তুই মোর প্রিয় শিষ্য-সুত,
কিন্তু যে দারুণ ব্যথা, না জানি কি পাপে,
পাইয়াছে আজ মোর প্রাণাধিক সুত,
সে জ্বালার প্রশমন অবশ্য করিব।
ধর অসি, ধনুর্ব্বাণ যাহা ইচ্ছা হয়,
মরণ নিশ্চয় তোর জানিস্ পামর !

অভি। ভাল শিক্ষা পিতৃ-গুরো ! হয়েছে তোমার,
সংসর্গের ফল ইহা নহে কিছু আন !
ভাল, ধরি অসি ধনুঃ, হও অগ্রসর,
কাতর সম্মুখ রণে নহে পার্থ সুত।
অর্জ্জুন-নন্দন বটে শিশু অল্প মতি,
কিন্তু ফণধর শিশু নহে কভু ভীত
দংশিতে আপন অরি পাইলে নিকটে।
সমরের সাধ তব অবশ্য পূরাব !

মনেতে জানিও স্থির আজি এই রণে
পিতা পুত্রে এক তল্পে করাব শয়ন।
বহুদিন সাধ যদি পূরাইল বিধি,
অনর্থক বাক্য যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
হও অগ্রসর রণে স্মর ইষ্ট দেবে,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল একত্র হইয়া
আসে যদি আজ এই সমর প্রাঙ্গণে,
তথাপি তোমার কভু নাহিক নিস্তার :
ভে'বেছ কি শুধু তু'ট বাক্য আড়ম্বরে
হইবে পশ্চাৎগামী অর্জ্জুন-নন্দন ?
এ দুরাশা যদি মনে হ'য়ে থাকে তব
বার্দ্ধক্যের ফল ইহা, নহে কিছু আন।
আরনা—আরনা, আর না সহে বিলম্ব,
ধরি অসি আত্মরক্ষা করহ এখন।

যুদ্ধ, দ্রোণের পলায়ন
পশ্চাৎ ২ অভিমন্যুর ধাবিত হওয়া।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

——(:০:)——

বিদুরের বাটী।

গান গাইতে গাইতে বিদুরের প্রবেশ।

দাশরথীর সুর।

কেন পরের জঞ্জালে ব্যস্ত এত রে।
দিন ত গিয়াছে, আর কি রয়েছে
মন, দিনমণির সুতের দিনের ক'দিন বাকী আছে রে।
মন, ভব-পথের যাহা সম্বল, খোয়া'য়েছ তাহা সকল,
(এখন) তহবিল তস্রূপ করে মন বসে শুধু আছ রে,
হবে দণ্ড বিধিমতে দণ্ড তার খবর কি রাখ রে।
মন, কি নিয়ে সংসারে এলি, আসিয়ে বা কি করিলি
নিমক-হারাম তোর মত আছে আর কেবা রে —
কেবল অসার বিষয়ে ম'জে সার ভু'লে রলি রে।
মন, তোর জমা খরচেতে গোল, জমা নাই খরচের রোল,
খরচের বড় বেশী হল বাড়াবাড়ি রে,—
এখন নিজে যে খরচ হবি তার খবর কি রাখ রে।
ওমন কার বা তুমি কে বা কার, কার তরে বা এত কর,
দিবানিশি চিনির বলদ কেবল বয়ে মর রে,—
ঐ শোন পিছনে তোর যমবাহন ঘণ্টাধ্বনি করে রে।

এই ভব রোগের ঔষধি, হরিনাম নিরবধি,
প্রেমভক্তি-অনুপানে একবার পান কররে,
তবে আরোগ্য-নির্ব্বাণপুরে অবহেলে যাবি রে।

বিদুর। হরিবল, হরিবল!
বিষয়-বাসনাবদ্ধ চিত্ত,
কিছুতেই না মানে প্রবোধ,
না পারে ছারিতে লিপ্সা।
কি কুক্ষণে অন্ধরাজ
হইলা সম্মত এই সৃষ্টিলোপকারী
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে!
কি কুক্ষণে জন্মিল ধরায়
কুলধ্বংসকারী পাপ দুর্য্যোধন!
যত কষ্ট যত জ্বালা যত পরিতাপ,
সহিতে হ'তেছে
এই পাপ বিদুরের!
ইচ্ছা হয়—
ত্যজি এ যন্ত্রণা
যাই চলি গহন কাননে।
কিন্তু দুর্ম্মতি মন দাঁড়ায়ে সম্মুখে
ঘটায় তাহাতে বাধা।
ধন্য পাণ্ডব!
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র ধ্যানে না পায় যাঁহারে,
যাঁর লাগি ফিরিছে শ্মসানে ভোলা,

সেই ভবের কাণ্ডারী আজ
হয়েছে তোদের যুদ্ধের কাণ্ডারী ।
একবার মাত্র যারে হেরিলে নয়নে,
ঘুচে যায় ভবের বন্ধন,
সেই দেবাবাধ্য ধন
তোদের সারথী কার্য্যে রত ।
ধন্য তোরা রে পাণ্ডব,
ধন্য ধর্ম্মবল তোদিগের !
হরি, হরি,
বিচিত্র তোমার লীলা !
বিশেষতঃ তব ভক্তসনে ব্যবহার
অতি মনোহর ;
মূঢ় আমি কি বুঝিব তাহা ?
লীলাময়,
আজি তব একি লীলা হরি ?
ষোড়শবর্ষীয় এক দুগ্ধের বালকে
দিয়াছ জিনিতে
নরকালান্তক এই দ্রোণ-চক্রব্যূহ !
অহো, ফেটে যায় বুক
সে দৃশ্য স্মরিলে !
ব্যাঘ্র শিশু নিরাশ্রয় হ'য়ে
পশিলে নগরে,
ধায় যথা নাগরিকগণ বধিতে উহারে,

তথা অসহায় ঐ পাণ্ডব বালকে
ঘেরিয়াছে দস্যুরূপী
কুরু-বীরগণ!
কাতর হৃদয়ে বাছা ডাকিছে তোমারে,
কিন্তু প্রভো,
বিষম রহস্য তব
কিছুই বুঝিতে নারি!
গড়িয়াছ তুমি সবে,
পুনঃ ভাঙ্গিবেও তুমি,
কিন্তু হরিনামে কলঙ্ক পড়িলে,
সে দুঃখ কেমনে স'ব বল দয়াময়?

(বেগে নারদের প্রবেশ)।

নারদ। কেরে, কেরে বেটা এখানে হরি হরি ব'লে চিৎকার কচ্ছিস? এখনই মাথা ভেঙ্গে দেব।

বিদুর। অহো একি হল?
কিছুই বুঝিতে নারি!
এ কি কথা ভাবে আজ
স্বাক্ষাৎ শ্রীহরি অংশ দেবর্ষি নারদ?
চতুর্দ্দিকে অসংখ্য রহস্য আজি!
লীলাময়—কৃপাময়!
কহ দয়া ক'রে
কিসে প্রাণে পাই হে প্রবোধ!

নারদ। কে রে বেটা তুই? চুপ্ ক'রে রইলি কেন?

বিদুর। এ কি বিপর্য্যয়?

চিনিতে কি নার মোরে প্রভো!

আমি তব চির দাস

অধম বিদুর।

নারদ। বিদুর, তা আমি এখন তোমাকে বেশ চিনেছি। তাড়াতাড়ি অতটা ঠিক্ কত্তে পারি নেই। বয়েস ত আর কম হয় নেই? তা যাক্, বিদুর এখন এক কাজ কর—হরি টরি আর ব'লো না। আমি তোমার গুরু—গুরুর উপদেশ মত পৃথিবীতে আজ এই কথা ঘোষণা ক'রে দাও যে কেউ যেন আর হরিনাম মুখে না আনে। হরিনাম যেন আজ হ'তে লোপ হয়!

বিদুর। আহা প্রভো!

কাঁপে কলেবর,

শুনি বজ্রসম আদেশ তোমার।

সম্ভবে কি ভবে প্রভো!

বায়ুহীন প্রাণ——

নারদ। (রোষে) সম্ভবে, সম্ভবে! যে দয়াহীন, ষোড়শবর্ষীয় হরিগতপ্রাণ আপন ভাগিনেয়কে দস্যু করে ফেলে দিয়ে, নিজে বধির হ'য়ে থাকতে পারে, তার বিষয়ে সকলই সম্ভবে! বিদুর, আজ হ'তে হরিদ্বেষী হব, জগতে রটা'ব যেন কেউ আর হরিনাম মুখে না আনে।

বিদুর। (স্বগত) অহো! বুঝিলাম এবে।

যে দুঃখে জ্বলে মম প্রাণ,
মহর্ষিও কাঁদে সেই দুখে ;
একেবারে হারা'য়েছে বাহ্যজ্ঞান,
(প্রকাশ্যে) যদিও সম্ভবে সব
শ্রীহরির পাশে,
তবু নারদের পাশে
হরিদ্বেষ কভু না সম্ভবে।
শান্ত কর মনঃ প্রভো,
আর ব্যথা দিওনা পরাণে।

নারদ। (সজল নেত্রে) বিদুর। তোমাকে আর কি ব্যথা দেব ? প্রাণে যে ব্যথা পেতেছি তা' আর তোমায় কত জানাব। যে হরি ভিন্ন আর কেউকে জানে না, সেই হরিময়-প্রাণ কুমার অভিমন্যুর দশা মনে হ'য়ে আজ প্রাণ যে কেমন কচ্ছে তা' তোমায় আর কত বলব ? বিদুর, বহু কেঁদেছি—বহু ডেকেছি, কিন্তু পাষাণের কিছুতেই দয়া হ'লনা। তাই প্রতিজ্ঞা করেছি এ প্রাণ আর রাখবনা ; আর মর্‌বার পূর্ব্বে জগতবাসীকে বলে যাব যে আর যেন কেউ হরিনাম না করে। যদি হরিনাম না শুনে প্রাণ যায় তবে বৈকুণ্ঠে স্থান হবেনা। হরির অংশ নারদের বৈকুণ্ঠে স্থান না হ'লে দেখ্‌ব বৈকুণ্ঠেশ্বর হরিরই বা কি হয়।

বিদুর। অহো। কি বিষম সঙ্কল্প।
ত্যজ দেব,

সৃষ্টিলয়কারী হেন কঠিন কল্পনা।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। বৎস নারদ! কি দুঃখে আমাদিগকে ছাড়বি বাপ্। বাপ্। আমি যে তোর মা!

নারদ। মা, এসেছিস? পাষাণি, এতক্ষণে কি নারদকে মনে পড়েছে?

লক্ষ্মী। কেন বাপ্, ওরূপ কঠিন কথা ব'লে আমায় ব্যথায় দিচ্ছিস্? আমি কখন তো'কে ছাড়া থাকি?

নারদ। আহা! মা, কথাগুল মায়ের মতই বটে। ওরূপ ক'রেই ত নারদকে ভুলিয়ে রেখেছিস মা। কিন্তু মা। আর কথায় ভুলব না।

লক্ষ্মী। বাপ্, কেন আজ এমন কচ্ছিস্, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে?

নারদ। তা বুঝ্‌তে পারবি কেন মা? তবে জগতবাসী তোকে শক্তিরূপিনী বলে যে পূজা ক'রে থাকে সে কেবল বৃথা। মা! জান্‌তেম যে কুপুত্র অনেক জন্মে কিন্তু কুমাতা কখনও হয়না। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি সে কথা ঠিক্ নয়। তা' না হলে তুই স্বাক্ষাৎ অন্তর্যামিনী হ'য়ে কেন আমার দুঃখ বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে?

লক্ষ্মী। বাপ্, তোর দুঃখ দে'খে আমার কিছুই ভাল লাগছেনা! আমি সব ভু'লে গেছি। অধিক কি বলব, তোর দশা দে'খে ইচ্ছে হচ্চে যে আবার সাগরে প্রবেশ করি। বল

বাপ্ কি হয়েছে। আমি যে তোর অভাগী মা, আমার প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নে।

(রোদন)।

নারদ। আর পারলেম না। ঐ মহামায়াই ত নারদের সর্ব্বনাশ করছে। মা—মা—ওমা আমি যে তোর অবোধ সন্তান, সন্তান মা'কে কটু কথা বল্লে কি মা কখনও দুঃখ করে? মা লক্ষ্মি, নারদকে আর কতই বা ভুলাবে? মা প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েই কাঁদছিলেম্; তাই ব'লে তুই আবার সাগরে যে'তে চাস কেন মা? এই কুপুত্র নারদের জন্য বৈকুণ্ঠেশ্বরী বৈকুণ্ঠ ছাড়া হবেন? মা, আবার "অভাগী মা" ব'লে নিজে দুঃখ কচ্ছিলে।——হা মা, আমার মা—স্বয়ং পদ্মালয়া লক্ষ্মী যদি "অভাগী মা" হন, তবে এ জগতে ভাগ্যবতী মা আর কে আছে? মা, ছেলের প্রতি কি এতটা করা সাজে? যাকে যে বল্‌তে পারে সেই তাকে ব'লে থাকে, তা' আর তোকে কিছু বলব না।

লক্ষ্মী। কেন বল্‌বিনা বাপ! আমি যে তোর মা। বল বাপ সব কথা বল। আমি এখনই তোর কষ্ট দূর করব।

নারদ। আমার আর কিসের কষ্ট আছে মা! তুই যা'র মা এ জগতে যদি তার কষ্ট থাকে তবে সুখ আর কা'র আছে মা! তবে কষ্টের মধ্যে যা' কিছু আছে তা' শুধু হরিভক্তের জন্য। হরিভক্তের জন্যই নারদের প্রাণ, তা'দের দুঃখ দেখ্‌লে নারদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে—

লক্ষ্মী। বাপ, আর বল্‌তে হবেনা। সবই বুঝতে পেরেছি।

হরিগত প্রাণ, বৎস অভিমন্যু আজ বিপন্ন। তা' যদিও উহা বিধির নির্ব্বন্ধ তবু লক্ষ্মীর প্রাণে হরিভক্তের কষ্ট অসহনীয়। বৎস! শান্ত হও, আমি এখনই যাচ্ছি দেখি বাছা অভিকে অভয় দান কত্তে পারি কি না।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। এ কি, মায়ে পোয়ে পরামর্শ করে কোথা যাওয়া হচ্ছে ?

লক্ষ্মী। তা' তুমি বুঝবে কেমন ক'রে? জানবার শক্তি থাকলে ত ?

বিষ্ণু। সেটাও অনুগ্রহ, শক্তিরূপিনী শক্তি না দিলে তা' বুঝব কেমন করে ? বৎস নারদ, শুন্‌লেম তুমি নাকি জগতে আমার নাম লোপ কত্তে উদ্যত হয়েছ ? বাপ, আমি যে তোর পিতা।

লক্ষ্মী। আহা, দয়াময়ের দয়া এবার উথলিয়ে উঠ্‌লো যে, দয়ার স্রোতে যে সব ভেসে গেল।

বিষ্ণু। কেন আমাতে কি দয়া নেই ?

লক্ষ্মী। ছি! সে কথা কে বল্লে? আহা এমন দয়ার মূর্ত্তি কি আর আছে গো! পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত সবটা কেবল দয়া-ময়! সত্য—ত্রেতা ত ঐ দয়ায় ভেসেই গিয়েছে, বাকি ছিল দ্বাপর, তাও ধীরে ধীরে যাচ্ছে। দয়াময়ের দয়ার-প্রভাবে ত্রেতায় সরযু ও দ্বাপরে যমুনা, লোকের নেত্রজল—স্রোতেই অধিক বেগবতী হয়েছিল। তা' অযোধ্যা বৃন্দাবন ছে'ড়ে এখন কুরুক্ষেত্রে সেই স্রোত

পৌঁছেছে—আর সবাই হাবুডুবু খাচ্চে। তোমার দয়ার গুণে অন্যের কিছু হউক আর নাই হউক, আমার চ'খের জলের বিরাম কোন যুগেই নাই!

বিষ্ণু। লীলাময়ি। আমার লীলার জন্যে তোমাকে ত অনেকই সইতে হয়, সে সব ব'লে কেন আমায় কষ্ট দিচ্চ?

লক্ষ্মী। ভাগো ঐ একটা দোহাই দেওয়ার কথা ছিল তাই রক্ষে। কেবল লীলা-লীলা, রাজার যেখানে স্বার্থ সিদ্ধি, সেখানে যেমন দোহাই—রাজনীতি, তোমারও তেমনি দোহাই লীলা; তা' দয়াময়ের লীলার মাহাত্ম্যটা দুধের ছেলের উপর বিস্তার না করলে কি সৃষ্টিটা লোপ পে'ত?

বিষ্ণু। আমায় কেন বৃথা দোষ দিচ্চ? বিধিলিপি হ'তে ত কাহারই মুক্তি নেই। এ কথা কি আবার শক্তিরূপিনী স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরীকে বুঝিয়ে দিতে হবে নাকি?

লক্ষ্মী। তা' বাক্‌চতুর-বাগীশ-বাকাঠাকুরকে কথায় কেউ জিন্‌'তে পারবে না। লীলা গেল, এখন এলেন বিধি-লিপি। তা লিপি বা লীলা যাহা দেখা'তে হয় দেখাও, কিন্তু হরিনামে কলঙ্ক পড়িলে তা আমি সইতে পারব না।

বিষ্ণু। ভক্তাধিনে! আজ তোমার এরূপ বিস্মৃতি ঘট্‌ল কেন? বৎস নারদ! তুমি পরম বৈষ্ণব হয়ে লক্ষ্মীর নিকট এরূপ অবোধ ছেলের মত আব্‌দার কচ্ছিলে কেন? বাপ্‌, তবে কি তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে আমার ভক্ত-শ্রেষ্ঠ চন্দ্র আর উদ্ধার না হয়? বাপ্‌ বিদুর, কেন বৃথা

দুঃখ কচ্ছ? তুমি ত আমার অংশেই জন্ম লাভ করেছ। সকলই ত বুঝতে পার। প্রিয়ে কমলে, বৎস নারদ, এখন চল, প্রাণের ভক্ত আজ উদ্ধার হ'বে—আজ ত্রিদিব-ধাম হরিনামস্রোতে ভাসমান হ'বে।

বিদুর। একি স্বপ্ন!

সফল জনম মম আজ!
বিভো, অধম সন্তান আমি
ক্ষম মম অপরাধ।
হরি, হরি, ধন্য তুমি!
ধন্য তব ভক্ত-প্রেম।
মা লক্ষ্মী, কৃপাময়ি,
অধম বিদুর আজ
ধন্য হল তোমার কৃপায়।
কৃপা ক'রে যবে
অধমের গৃহে করিয়াছ পদার্পণ,
মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ—
দাঁড়াও যুগলরূপে,
হেরিয়া ঘুচাই সব ভবের জঞ্জাল!

নারদ। (স্বগত) নারদের ও বাসনা পূর্ণ হ'ল, যেন তেন প্রকারে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেই হ'ল। আর এইরূপ ভগবৎ লীলা খেলা নিয়া কাল কাটানই ত আমার কাজ।

(লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল মূর্ত্তি)।

গীত।

জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ, জয় ভক্তের জীবন হে।
পতিত পাবনী, ত্রিতাপ নাশিনী, ডাকে জগজনগণ হে॥
ভূ-ভার হারণ, ত্রিলোক পালন, জয় ভক্ত দুঃখ ভঞ্জন হে ঃ—
কেশবমোহিনী, সরোজবাসিনী, খোল কৃপার নয়ন হে॥
সৃজন কারণ, পাতকী দলন, জয় রমামনোরঞ্জন হে ঃ—
সুকৃতি দায়িনি, দুষ্কৃতি নাশিনি, বন্দি ঐরাঙ্গা চরণ হে॥

পটপরিবর্ত্তন

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

——(ঃ০ঃ)——

চক্রব্যূহ।

এক পার্শ্বে দ্রোণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি

-০*০-

দ্রোণ। বীরগণ,
বড়ই প্রবল শত্রু উপস্থিত আজি;
ধন্য অর্জ্জুন,
অভিমন্যু হেন তনয় তাহার!
এ ভীষণ কুরুক্ষেত্র রণে,
হেরিয়াছি বহুবীর—
কিন্তু আজ
বিস্ময় মনিল মন
হেরি, এই বালকের অপূর্ব্ব বীরত্ব।
এবে মনে ঘোর শঙ্কা উপস্থিত
কিরূপে প্রতিজ্ঞা মোর হইবে রক্ষিত!

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। রক্ষাকর গুরুদেব, কি হ'বে উপায়,
বিষম অনল আজ হ'ল প্রজ্জ্বলিত,
নাহি দেখি পথ, নাহি দেখি কিছু আর;

ধন, মান, জন সব যায় রসাতলে,
ভাঙ্গে বুঝি এত দিনে প্রতিজ্ঞা আমায়।

শকুনি। ত্যজ শঙ্কা দুর্য্যোধন, কেন কর ভয়?
উপযুক্ত যুক্তি যেবা কহিব তোমারে—
বড়ই প্রবল শত্রু এই অভিমন্যু,
সপ্তরথী একত্রিয়ে চল রণাঙ্গণে,
নিরস্ত্র করিয়া প্রাণে মারিব উহারে;
শত্রুবধে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহিক বিচার।

দ্রোণ। (সরোষে)
যায় যাক্ প্রাণ, জন, যাক্ পুত্র মিত্র,
তথাপি বর্ব্বর প্রথা আচরি' সমরে
কলঙ্কের ডালি স্কন্ধে না লইব কভু।
প্রিয়তম শিষ্য মোর পার্থ মহারথ,
হায় কোন্ প্রাণে আজ অন্যায় সমরে
বধিয়া কুমারে-তার ল'ব পাপ ভার?
ধিক্ কুরুবীর বৃন্দে ধিক্, ধিক্ শতবার!

দুঃশা। চিরদিন এক কথা শুনি তব মুখে—
প্রিয়তম শিষ্য তব অর্জ্জুন কেবল,
আমরা যে আছি—শুধু চিনির বলদ।
অশ্রাব্য বচন আর না চাই শুনিতে।
ঘরের ঢেকীই তুমি নক্ররূপ ধরি,
মজালে কৌরব পুরী, মজালে সকল।
যা'র অন্নে চিরকাল হ'তেছ পালিত,

তাহার মঙ্গল তুমি করহ এরূপ!
যাও তুমি যথা তব শিষ্য প্রিয়তম,
আমরাই আজি রণে রক্ষিব রাজায়;
গুরু তুমি, আর কি বা কহিব তোমারে,
চল সবে, অগ্রসর হই রণাঙ্গণে,
না ল'য়ে কলঙ্ক ভার অন্যায় সমরে
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ লওগে মাথায়।

দ্রোণ। চণ্ডালের সহবাস করে যেই জন
আচরণ শিখে সেই' চণ্ডালের মত।
ঠেকেছি প্রতিজ্ঞাপাশে যাইব কোথায়!
ক্ষুদ্র বুদ্ধি দুঃশাসন, কি বুঝিবি তুই,
দ্রোণ চিতে রণভয়? অসম্ভব কথা,
দাঁড়াও বীরেন্দ্রগণ, দাঁড়াও সকলে,
যায় যাক্ থাকে থাক্ জীবন মোদের,
করিব করিব বধ অর্জ্জুন কুমারে,
নারিবে রক্ষিতে কেহ এই ধরাতলে।

(একদিক্ দিয়া কুরুবীরগণের প্রস্থান
অপর দিক্‌দিয়া অভিমন্যুর প্রবেশ)।

অভি। অহো, কি ভীষণ রণক্ষেত্র এই:
রক্তবীজ বধে যথা নিহত হইলে
একটি অসুর, অন্য জন্মিত আবার,
তেমতি অসংখ্য বীর পরিপূর্ণ ব্যূহে
পরাজিত হলে এক

অমনি গরজি' পুনঃ অন্য এক জন
করে আক্রমণ আসি দ্বিগুণ উল্লাসে।
একি! কেন আজ কাঁপে বক্ষস্থল?
ছি-ছি!
নহে কি এ বীরের হৃদয়?
হরি, কিঙ্করে রাখিও পায়,
কৃপা নেত্রে কর দৃষ্টিপাত,
ভাগিনেয় তব আজ প'ড়েছে বিপদে,
মাধব, দাস ব'লে রেখো রাঙ্গাপায়,
সাহস, উদ্যম দিও দাসের হৃদয়ে।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

অহো, একি দৃশ্য হেরি!
বুঝিলাম,
নিয়ত অধর্ম্ম পথে যাহাদের গতি
তা'দের অকার্য্য কিছু নাই অবনীতে,
কিন্তু না ভাবিস্ মনে দুরাচারগণ—
সপ্তরথী কেন তোরা শতরথী হ'লে
না ডরে সমরে কভু অর্জ্জুন নন্দন।
ডাক্ আর কে কে আছে তো'দের শিবিরে,
একেবারে রণ সাধ মিটা'ব সবার,
অগ্র পশ্চাতের খেদ কারো নাহি র'বে।

দুঃশা। ওরে কুলাঙ্গার তোর উপদেশ বাণী
শুনিতে আসিনি মোরা সমর প্রাঙ্গণে,

শত্রুবধে ধর্ম্মাধর্ম্ম কে করে বিচার?
পতঙ্গের মত হ'য়ে জ্বলন্ত অনলে
দিয়াছিস্ ঝাঁপ যবে, জানিস্ তখন
কিছুতেই পরিত্রাণ নাহি পা'বি আজ,
যেরূপেই হয় তোরে বধিব নিশ্চয়।

সপ্তরথী। বধ বধ পাপিষ্ঠেরে।

(সপ্তরথীর ক্রমে ছয়বার যুদ্ধ ও পলায়ন

অভি। হায়, এই ভয়াবহ ব্যূহ মাঝে,
অগণিত মহারথী সনে
কত আর যুঝিব একাকী:
গ্রহ দোষে মোর
কেহ নাহি হইল সহায়।
(অন্তভাবে) কি কাজ তাহায়?
বীরের কি ভয় তা'তে?
একি, কেন প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া,
কেন শূন্যময় হেরি চারি ধার?
কেন নাচে বাম আঁখি?
ছি—ছি—যা'ক দূরে ছার চিন্তা,
ইহা নহে রমণী হৃদয়!
ও কে? ও কে?
শারদ চন্দ্রমা জিনি' বদনের শোভা.
কে ঐ রমণী মূর্ত্তি—বিরস বদনা?
কেন বা ললনা ফেলে আঁখি জল?

অহো, উত্তরে!
আমার প্রাণাধিকে, প্রিয়তমে!
এইবার—এইবারই বুঝি শেষ দেখা!
প্রাণের কথা প্রাণেই রইলো,
এ জীবনের কত সাধ কত বাসনা ছিল,
সবই গেল—সবই গেল!
না-না, ও আবার কি?
আলুলায়িত কেশে—উগ্রচণ্ডাবেশে
কে ঐ পুনঃ দাঁড়ায়ে ওখানে?
মা—মা, আমার স্নেহময়ী মা!
মা এসেছ? মা এসেছ?
মাগো একবার কোলে নে মা,
আমার যে বড় ভয় হচ্চে!
মা, ও মা, কথা কচ্ছ না কেন?
আমার কি এ জন্মের মত মা বলা ডাক
ফুরা'ল মা? না—না—না।
অভিমন্যু! ছি, ছি, ধিক্ তোমা!
হেন দুর্ব্বল রমণীহৃদয় নিয়ে
আসিয়াছ কুরুক্ষেত্র রণে?
দয়াময় হরি,
রে'খ মোর প্রাণ—সাহসে সবল!
কর্ত্তব্য-বিমুখ অভি যেন নাহি হয়।

(সপ্তরথীর সপ্তমবার প্রবেশ)

ক্ষত্র কুলাধম,
আয়রে পাপিষ্ঠগণ !

(যুদ্ধ ও কর্ণ কর্ত্তৃক অভির নিরস্ত্র হওয়া)

অহো, হারাইনু অস্ত্ররাজি,
হায়, হায় ফুরাইল আশা।
দেহ—দেহ ভিক্ষা মোরে
অস্ত্র কেহ,
পালহ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম।
ছি—ছি !
ভুবন বিজয়ী অর্জ্জুননন্দন
অস্ত্র ভিক্ষা করিবেক
নীচ হেয় কৌরবের পাশে
ছার পরাণের তরে ?
কখনো না—কখন না।
আরে-রে পাপিষ্ঠগণ ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
কিসে মুখ দেখাইবি ক্ষত্রিয়-সমাজে ?
হাসিবে ক্ষত্রিয়গণ শুনিলে এ কথা।
মাধব মাতুল যা'র সেই ধনুর্দ্ধর,
মরণের ত্রাস নাহি করে ক্ষণকাল।
(কিন্তু নিরস্ত্র যে আমি এই দুঃখ মনে)।
"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ঢালিলি কলঙ্ক,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সব দিলি জলাঞ্জলি,

ছি—ছি রণে ঘৃণা হয় তোদের সহিত
তবু না ভাবিস্ মনে পাইবি নিস্তার,
যত ক্ষণ রক্তস্রোত বহিবে শিরায়,
ততক্ষণ প্রতিফল পাইবি নিশ্চয়

(অভিমন্যুর ভগ্ন অস্ত্র, শস্ত্র, রথচক্র প্রভৃতি নিক্ষেপ, কখনও বা বাহুযুদ্ধ ও দুঃশাসন-পুত্র কর্ত্তৃক পশ্চাভাগ হইতে অভির মস্তকে প্রহার ও সপ্তরথীর প্রস্থান)।

অভি। উঃ যাই!
ধিক্ তোরে দুঃশাসন-সুত!
গুপ্তভাবে করিলি প্রহার!
ধিক্ কুলাঙ্গার কুরু দলে!

উঃ বড় জ্বালা। প্রাণ যায়। নারায়ণ, আমি মরি তা'তে কোন খেদ নাই, কিন্তু জগৎবাসী যে তোমার নামে কলঙ্ক দিবে তাই বড় দুঃখ রইল। প্রভো! শুনেছি তোমার নাম করা মাত্র জীব সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার হয়, আর আমি তোমার আদরের ভাগিনেয় হ'য়ে তোমাকে কাতর-হৃদয়ে ডাকতে ২ আ'জ অন্যায় সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিলেম! মামা গো, সবই আমার অদৃষ্ট, তোমাকে আর কি বল্‌ব, মাগো! আমি ত জন্মেরমত বিদায় হলেম, এ জীবনের মা বলা ডাক ফুরাল, উত্তরে! আমার প্রাণাধিকে! হতভাগিনী! আর দেখা হ'ল না—চল্লেম, হায়, হায়! আমি কেন তোর স্বামী হয়েছিলেম! যাই-যাই-আর সহ্য হয়না--প্রাণ---যা-য় জ-ল জ-ল। (মৃত্যু)

(পটক্ষেপ)

——(:০:)——

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ

রথে কৃষ্ণার্জ্জুন।

অর্জ্জুন। নারায়ণ,
কেন হল মন বিচঞ্চল,
কেন অমঙ্গল চিহ্ন নিরখি চৌদিকে ?
হের ওই
ধেনু-বৎস আছে একস্থানে—
তথাপি ডাকিছে বৎস
হাম্বা হাম্বা রবে
ক্ষণে ক্ষণে শিবাগণ,
শোন, ডাকিছে উল্লাসে।
জানি প্রভো,
তুমি যা'রে সদয় এ ভবে,
বিঘ্ন কোথা তার ?
তবু কেন প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া ?
কিছুই বুঝিতে নারি,
দয়াময়,
কহ দয়া করে, কহ তা দাসেরে।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন,
এসংসারে বিবিধ কারণে
ঘটে মানবের চিত্তের বিকার।
ধীর ব্যক্তি তাহে
না হয় কাতর কভু।
মঙ্গলামঙ্গল
এ জগতে—বিধির লিখন,
কার সাধ্য খণ্ডাইতে তারে?—

অর্জ্জুন। ও কি প্রভো!
ঐ শোন বিপক্ষের জয়নাদ,
অস্থির হইল প্রাণ।
দীননাথ
কহ দয়া ক'রে
কি ঘটিল আজ।

কৃষ্ণ। ছি ছি সখে!
শুধু কাল্পনিক বিপদের নামে
বালকের মত হও উচাটন?
ইহাই কি মহারথীর স্বভাব?
এ-ই কিহে বীরের হৃদয়?

অর্জ্জুন। সত্য বটে সখে,
অর্জ্জুনের নহে সে স্বভাব।
কিন্তু আ'জ কিছু বুঝিবারে নারি,
কিছুতেই শান্তি না পাইছে মন;

হু-হু ক'রে জ্ব'লে উঠে যেন।
অর্জ্জুন-হৃদয়ে
হেন ভাব কভু ঘটে নাই প্রভো!
তাই মনে হয়,
কোন বিষম অনর্থ ঘটিয়াছে আজ।
দয়াময়,
কহ দয়াক'রে—
আছে ত মঙ্গলে পুত্র অভিমন্যু মোর?
কেন হৃদে বার বার
জাগে তার কথা?
তাহার স্মৃতিতে প্রাণ উঠে কেঁদে কেঁদে

কৃষ্ণ। বিস্ময় মানিল মন
হেরি তব ভাব,
শুধু আশঙ্কায় হেন অধীরতা?
সত্যই সেরূপ কিছু
যদি হয় সংঘটন,
জ্ঞানীজন তাহে হয় কি কাতর কভু?
গিরি যথা ধীরে সহে ঝঞ্জাবাত
তথা ধীর—বীর ব্যক্তি
সহে ধীরে
সংসারের বিপদের ভার।
ধর্ম্মার্ণব করিয়া মন্থন
তুলি গীতামৃত রাশি,

তোমা করাইনু পান
অতি যত্নে।
জানিয়াছ সব—বুঝিয়াছ সব,
তবে কেন বৃথা সখে
হও উচাটিত ?
শান্ত কর মন—ধরহ ধৈরয,
ব্যথিত হইলে তুমি
বড় ব্যথা বাজে মোর প্রাণে।

অর্জ্জুন। দয়াময়,
তুমি যার সখা এই ভবে,
বিপদে,
কেন বা না পারিবে সে
ধরিতে ধৈরয ?
তোমার প্রসাদে নাথ
সখা তব,
হেলায় তরিতে পারে
বিপদ সাগর।
বিপদ ভঞ্জন নিজে সহায় যাহার
বিপদ কোথায় তার ?
দীনবন্ধো,
সংসারের দুঃখ জ্বালা
অবহেলে সহিবারে পারি,
নাহি চাহি কিছু,

চাহি শুধু
দেবের দুর্ল্লভ ঐ অভয়-চরণ।
দুরাচার আমি,
তাই প্রভো মোর তরে
সহ কত জ্বালা,
পতিত পাবন দীনের বৎসল তুমি,
তাই 'সখা' বলি' বাড়াও দাসের মান।
অধম কিঙ্কর বলি'
রাখিও চরণে,
এই মাত্র ভিক্ষা রাঙ্গা পায়।
কিন্তু কৃষ্ণ
প্রাণের যাতনা আজ বড়ই প্রখর,
তাই হইনু কাতর।
বুঝিলাম,
আজ মম পরীক্ষার দিন।
বাঁধিলাম প্রাণ,
স্নেহ, মায়া, সব আজ
করিলাম সমর্পণ
ঐ রাঙ্গা পায়!
এখন—
"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"।

কৃষ্ণ। হৃদে জপ ইষ্ট নাম,
রেখ মতি বিভুর চরণে।
চল ত্বরা শিবিরের পানে। প্রস্থান

‍তীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদূষকের বাটীর সম্মুখ।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। বাবা, বড় ফাঁড়াটা পে'য়েছি। গিন্নীমাগীকে যা-ই কেন বলিনা, মাগীর শাখা সিঁদুরের খুব জোর বলেই এ যাত্রায় পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষে হ'ল। বাবা, লোকে যে বলে যে "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়"—আমারও কপালে তাই ফলে গিয়েছিল আর কি। আমি যা'র নাম শোনালে ভয়ে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাই, সেটাই আবার আমার সম্মুখে পড়েছিল আর কি। যাক্ সে কথা! (বাড়ীর দিকে চাহিয়া) 'ও গিন্নি, গিন্নি—শালী ম'ল নাকি?—ও বেরাহ্মণি—ও মাগি—আমার অন্তরঙ্গের ফোঁপরা!

নেপথ্যে। কে ডাকছ গা?

বিদূ। আমি—আমি—আমি যে এয়েছি।

(বিধবা বেশে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। ও বাবাগো! ওগো তোমরা কে কোথা আছ গো, একবার দৌড়ে এস, আমাদের বাড়ীতে ভূত পড়েছে গো (সচকিতে) অ্যা! একি! তুমি যে! একি হল গো!

বিদূ। এ কিগা! ও ব্রাহ্মণি, তুই বিধবা হলি কবে? আবার বাবাগো বাবাগো ব'লে কাঁদছিলি কেন?

ব্রাহ্মণী। এই তুমি যে'তে যে'তেই বিধবা হয়েছিলুম। এখন যে তুমি ফিরে এয়েছ, এ কি হল গো! ওগো আমার কি হ'বে গো!

বিদূ। আমিও তো তাই ভাবছি! এখন আমার কি হ'বে। আহা তুই বিধবা হবি জান্‌লে কি আমি আর ফিরে আসতুম?

ব্রাহ্মণী। তা যা'ক, এখন চুপ কর। আর পাড়ার লোককে জানিয়ে কাজ নেই। কেউ টের পেলে আরও মুস্কিল হবে, ওগো তুমি ফিরে এসেই ত যত মুস্কিল ঘটিয়েছ।

বিদূ। আচ্ছা তা'ই হবে। এখন জিজ্ঞেস করি তুই কি ক'রে জানলি যে আমি আর ফিরে আসবনা।

ব্রাহ্মণী। তা' আমি কি সত্যি সত্যি বিধবা হয়েছিলুম নাকি? তুমি যেরূপ ভাবে যুদ্ধের কথা বলেছিলে, তা'তে আমি প্রায় মনে করেছিলুম যে তুমি বুঝি আর ফিরে আসবেনা। এদিকে দেখলুম বেলাও প্রায় গেল। তাই নিজে নিজে ঘরে বসে বিধবার সাজ সেজে অভ্যেস কত্তে ছিলুম, অমনি তুমি সারা দিলে। তা যা'ক এখন বল দেখি তুমি রক্ষে পেলে কি ক'রে?

বিদূ। আহা গিন্নী আমার কি ভালবাসার গড়ের মাঠ! ওলো বুদ্ধিশূন্যে, তুই যদি আজ আমার সঙ্গে যেতি তবে দেখতে পাত্তিস্ যে তোর স্বামী কত বড় বীর, আজ সেই ভীমে টাকে (ও বাবা!) খুব আক্কেল দিয়েছি!

ব্রাহ্মণী। বটে! বটে! ষাট! ষাট! আমি আজই একটা রক্ষে-কবচ তোমার গলায় বেঁধে দেব।

বিদূ। ওলো বীরভাতারি! শোন-শোন-শোন। কর্ণসার্থক কর। তোর স্বামী যে একটা কত বড় জন্তু তা'ত তুই অ্যাদ্দিন বুঝতে পারিস্ নেই? শোন—শোন, আজ জয়দ্রথটার প্রাণটা গিয়েছিল আর কি, তা শর্ম্মার কৃপায় এ যাত্রা টিকে গিয়েছেন।

ব্রাহ্মণী। বটে! তার রথে বুঝি তোমায় জু'ড়ে দিয়েছিল!

বিদূ। আর ভাগ্যে পিঠে খেংরার দাগ গুল ছিল, রাজাও মনে করলেন যে আমি খুব লড়াই করেছি।

ব্রাহ্মণী। ও গো তাই ত! সেই জন্যেই ত আমি উহা ক'রে থাকি। এখন দেখ আমি তোমার কেমন স্ত্রী!

বিদূ। তা'ত বটেই—বটেই! তুমি আমার "স্ত্রী যোষিৎ অবলা বালা নারী সীমন্তিনী বধূ"!

ব্রাহ্মণী। তা' যা'ক্ এখন, চল বাড়ীর ভেতর যাই।

বিদুর। আরে দাঁড়া মাগি দাঁড়া! শোন—শোন আমি যে তোর কত বড় গুণের স্বামী তা'ত তুই জানিস্‌নে? আজ আমার বীরত্ব দে'খে মহারাজ পর্য্যন্ত বলেছেন যে "হে বয়স্য তোমার মত বীর আর নভূত ন ভবিষ্যতি"।

ব্রাহ্মণী। ও বাবাগো! এর জন্যই ত আমি চেচিয়েছিলুম! ও গো তোমরা কে কোথা আছ, শিগ্‌গির করে এস। বাড়ীতে ভূত পড়েছে গো! ও বাবা গো! আমার কি হবে গো!

বিদূ। বাবাগো বাবাগো! আমি যেন ওর কত কেলে পুরণো বাবা এসেছি! মাগী চেঁচিয়ে একটা বিসম অনর্থ ঘটাবে দেখ্‌ছি। বল কি হয়েছে। বল শিগ্‌গির।

ব্রাহ্মণী। ঐ গো——ঐ গো মেরে ফে'ল্লে গো! ভূত পড়েছে গো!

বিদূ। আ মলো, মাগী খেপলো নাকি? কোথা তোর ভূত?

ব্রাহ্মণী। হাঁ কোথা তোর ভূত, কোথা তোর ভূত? আমি আর চিন্‌তে পারি নেই। এই মহারাজ পর্য্যন্ত চিনে তোমায় ভূত বলেছেন।

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ। ও লো নির্ব্বুদ্ধিনি! তুই ত ব্যাকরণ জানিসনে আর টোলেও পড়িস্‌ নেই; তাই বুঝতে পারিস নেই। মহারাজ বলেছেন আমার মত বীর আর ন ভূত অর্থাৎ হয় নাই। আমি তোর খাটি স্বামী—আসল স্বামী—এর ভেতর কিছুমাত্র ভেজাল নাই। এই দেখনা সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন-যুক্ত-পিঠ। এতেও যদি বিশ্বেস না হয় তবে সইমোহরের নকলকে ডাক সে এসে সেনাক্ত দিয়ে যাবে এখন।

ব্রাহ্মণী। তোমার কথায় কেবল যেন ধাঁদা, কিছুই ঠিক কত্তে পারিনে।

বিদূ। দূর বোকি! সই মোহরের নকল কথাটা বুঝলিনে? সে হয়েছে বড় কুটুম অর্থাৎ কিনা আমার শালা—তোর সহোদর। আর তা'তেই বা কাজ কি? চোক দুট মু'ছে, একবার পিঠ খানা দেখনা!

ব্রাহ্মণী। তাইত! তাইত! আমি বুঝ্‌তে পারি নেই। ষাট্‌—ষাট্‌। এখন ঘরে চল।

বিদূ। মাগী বড্ড রস্‌রসিক! ওলো থামনা। আরো কত কথা বাকী আছে। আজ যে তোর স্বামী দিগ্বিজয়ী হয়ে এসেছে!

ব্রাহ্মণী। সে আবার কি? ও গো বামুনকে নিশ্চই কেউ কি করেছে।

বিদূ। গিন্নি, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তুমি কি আমি, যেই কেন হই না—কেউ ভুলেও এদিকে তাকাবে না!

ব্রাহ্মণী। থাক—থাক্‌, এখন ঠাণ্ডা হও। হাত পা ধুয়ে কিছু খাও দাওগে। আজ আর বেরোনানা।

বিদূ। তা বেশ! ঘরথেকে আজ আর যাবনা। শাস্ত্রে আছে "স্ত্রী সর্দ্দাবৎ," বিশেষতঃ তুমি আমার স্বাক্ষাৎ কামিন্দা! সব কাজ এখানেই সারা যাবে। তুই আজ আমাকে বেশ জ্ঞান শিক্ষা দিলি। "যাগ সর্ব্বস্ব জনস্য সুশাসনীয় খেংরয়া, পিঠং প্রপীড়িতং যেন তস্যৈ স্ত্রী গুরবে নমঃ"! তুই আমার বড় বেশী গুণের ঘটোঘ্নী বনিতা! চল এখন ঘরে চল।

প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

-(:০:)-

পাণ্ডবশিবির।

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

যুধি। হায়, এখনও প্রাণ বায়ু মোর
হলনা বাহির ?
অহো কি কঠিন প্রাণ !
প্রিয়তম অভিমন্যু মোর
গিয়াছে চলিয়া—
হৃদয়ের পাখী
খালি করি' হৃদয় পিঞ্জর
গিয়াছে উড়িয়া।
হায়, কোন সাধে আর
বহি দেহ ভার ?
অভিরে—বাছারে আমার
কোথা গেলি বাপ ?
উহুঁ ! জ্বলে গেল প্রাণ,
সহেনা যাতনা !
নির্দ্দয় বিধাতঃ
এত দুঃখ লিখেছিলে যুধিষ্ঠির ভালে

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন, অর্জ্জুন!
এসেছিস্ ভাই?
আর ভাই দাদা ব'লে ডেকনা আমারে
পাষাণ আমার প্রাণ!
নরকের কীট আমি!

(রোদন।)

অর্জ্জুন। (ভীমের প্রতি)
কহ দাদা কহ যাহা ঘটিল সমরে,
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ শুনিতে সে কথা।
বীরপুত্র যদি মরে সম্মুখ সমরে,
বীরপিতা তাহে কভু না হয় কাতর।

ভীম। কি ক'ব ভাইরে পার্থ! না সরে বচন,
হৃদয়ের তন্ত্রী সব গিয়াছে ছিঁড়িয়া,
জীবনে মরিয়া আছি অভির বিহনে।
সহায় হইয়া তার গিয়াছিনু রণে,
কিন্তু হায় ব্যূহ মাঝে নারিনু যাইতে!
অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
দূর কর বাসুদেবে সম্মুখ হইতে মোর।
কৃষ্ণ! হারে নির্দ্দয়! নির্ম্মম!
অহো জ্বলে প্রাণ স্মরিলে সে কথা!
ভীম নাহি করে কভু প্রাণের মমতা।

কিন্তু শুধু আজ
পাণ্ডু বংশধর তরে
মনে প্রাণে ডেকেছিনু তোরে !
এ জীবনে ভীম
এত কাতর হৃদয়ে
ডাকে নাই কভু কা'রে।
কিন্তু পাষাণ,
এতক্ষণ পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
দাঁড়ায়েছ এবে সখা হ'য়ে ?
আরনা—আরনা
চিনিয়াছি তোরে !

অর্জ্জুন। দাদা,
কেন দোষ বাসুদেবে ?
বিধির বিধান
কা'র সাধ্য খণ্ডাইতে ভবে ?
দাদা গো,
কৃষ্ণের হৃদয়ে ব্যথা দিও না কখন।
কিছার পুত্রের শোক !
এ হ'তেও বেশী
থাকে যদি কোন শোক অবনী মাঝারে,
পারি সহিবারে তাহা
অনলীলা ক্রমে
শুধু শ্রীকৃষ্ণের তরে।

পায়ে ধরি দাদা,
কৃষ্ণের পরাণে দুঃখ দিওনা কো আর।
এবে কহ শুনি বাছার বীরত্ব গাথা।

ভীম। অর্জ্জুন রে,
বাছার বীরত্ব গাথা কি কব রে তোরে?
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড আজ অভির প্রতাপে।
দ্রোণ কর্ণ আদি কুরুমহারথিগণ
বার বার পরাজিত
অভির শরেতে।
অবহেলে বাছা মোর
ভেদি' সেই ভয়াবহ দ্রোণচক্রব্যূহ
করিলেক ছিন্ন ভিন্ন
কৌরব-বাহিনী।
শেষ নিরুপায় হ'য়ে,
সপ্তরথী মিলে,
বধিল অন্যায় রণে বাছারে আমার
নিরস্ত্র করিয়ে!
অহো মনে হ'লে সেই দৃশ্য
শিহরে পরাণ! —

অর্জ্জুন। অহো ধন্য অভিমন্যু মোর বংশের তিলক,
এ বীরত্ব গাথা শুনি নাচে মোর প্রাণ!
ধন্য আমি এই ভবে—জনক তাহার!
হেনবীরকুলমণি, অন্যায় সমরে

ত্যজিল পরাণ শুধু এই দুঃখ মনে!

কৃষ্ণ। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

ত্যজ শোক ধর্ম্মরাজ! কি ফল ইহায়?
অজ্ঞজন নহ তুমি কি কব তোমারে।
সম্মুখ সমরে পড়ি' অভিমন্যু বীর
গেলা চলি' স্বর্গ ধামে কীর্ত্তিরথে চড়ি',
যত দিন রবি শশী থাকিবে ধরায়,
ততদিন জীবগণ গা'বে তার গাঁথা।
বংশ সমুজ্জ্বল করি' বীরেন্দ্র কুমার
গিয়াছে অমর ধামে ত্যজি' মরধাম,
এ নহে তোমার রাজা, বিষাদের কথা;
তবে কেন বৃথা শোকে আছ নিমগণ?

যুধি। দেব বাসুদেব, আর কি ক'ব তোমারে?
না সরে বচন, হায় আমি ই কেবল
প্রিয়তম কুমারের বিনাশ-কারণ।

কৃষ্ণ। বিজ্ঞতম ধর্ম্মরাজ,
কাপুরুষ জন হয় শোকেতে ব্যাকুল,
তোমারে বুঝা'তে শক্তি নাহিক আমার।
জানত সকল রাজা? — এ মহীমণ্ডলে
কে করে বিনষ্ট কা'রে? আত্মা অনশ্বর।
জীর্ণবাস তেয়াগিয়া নরগণ যথা
নবীন বসন পুনঃ করে পরিধান,
তথা আত্মা এক দেহ করি' পরিত্যাগ,

অপর দেহকে পুনঃ করয়ে আশ্রয়।
কর্ম্ম অনুযায়ী ক্রিয়া এই ধরাতলে,
কর্ম্মভোগ শেষ হ'লে দেহের বিনাশ।
তবে কেন মহারাজ, অকারণ তুমি,
অনর্থক শোক-নীরে আছ নিমগণ ?
পাদপ-আশ্রয়ে থাকে যথা লতাবলী,
তথা পাণ্ডুপুত্রগণ তব পদানত।
তোমাকে দেখিলে তা'রা শোকে অচেতন
কেননা শোকের রোল উঠিবে শিবিরে ?
হাসিবে বিপক্ষ তব, বাড়িবে সাহস,
ত্যজ বৃথা পরিতাপ, ধরহ ধৈরয।

যুধি। কৃষ্ণহে—পাণ্ডব সখা! মহাশোকে যদি
কেহ হয় জর্জ্জরিত, তবুও তোমার
পীযূষ পূরিত কথা পশিলে শ্রবণে,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ, ভুলে যায় সব।
সুঠাম বঙ্কিম মূর্ত্তি হেরিলে তোমার,
ভুলে যায় শোক তাপ জগতের প্রাণী।
তবে কেন আমি আর না পা'ব প্রবোধ ?
জানি সব, বুঝি সব, তবু যেন ভাই
প্রাণের ভিতর দিয়া কে দেয় জ্বালিয়া
দারুণ শোকের বহ্নি, জীবন নাশিছে।
মনে হলে সেই কথা, এখনো পরাণ
দহে যেন [illegible], ফেটে যায় বুক।

অহো জালে বদ্ধ করি' কিরাত যেমন
নাশয়ে মৃগেন্দ্র শিশু, তেমতি আমার
প্রাণাধিক সুতে আজ অন্যায় সমরে
বধিল কৌরবগণ, অসহায় করি'।
কে'ড়ে নিল পাপিগণ, অস্ত্র শস্ত্র যত—
হায় পুত্র দস্যুকরে তাজিল পরাণ!
প্রবেশিতে ব্যুহমাঝে বার বার মোরা
করিনু বিফল যত্ন; হায় অন্তকালে
নারিনু বাছার মুখ করিতে লোকন,
নারিনু সে শুষ্ককণ্ঠে জলবিন্দু দিতে।

অর্জ্জুন। সহেনা ২ জ্বালা সহেনা পরাণে,
কহ দাদা যম কা'রে করিল স্মরণ?
এ হেন আস্পর্দ্ধা কা'র কৌরব পুরীতে,
জানিয়া অনলে কেবা করিল প্রবেশ?
যেই পাপী সাধি' বাদ মারিল পুত্রেরে,
অহো, পিতা হয়ে আমি, এখনো করিনি
উপযুক্ত দণ্ড তার? ধিক্ মোরে ধিক্!
হাসিবে ক্ষত্রিয়গণ শুনিলে এ কথা।
কহ দাদা, কে রোধিল তব গমাপথ,
উপযুক্ত শাস্তি আমি প্রদানিব তা'রে।

ভীম। আর কি কহিব ভাই? কি শুনিবে আর?
বীরদাপে যবে অভি প্রবেশিল ব্যুহে,
রক্ষিতে পশ্চাতে মোরা ধাইনু সকলে,

কিন্তু পাপ জয়দ্রথ ঘটাইয়া বাদ
শঙ্করের বরে পথ রোধিল সবার।

অর্জ্জুন। বটে, বটে সে পাপাত্মা রোধিল দুয়ার ?
অসহ্য অসহ্য জ্বালা সহেনা পরাণে !
হায় পুত্র অভিমন্যু নিরাশ্রয় হ'য়ে
অন্যায় সমরে তুমি ত্যজিলে জীবন ?
আরনা—আরনা, আমি সয়েছি অনেক।
শোন কৃষ্ণ, শোন দাদা, শোন বীরগণ
অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করে সবার সমক্ষে ;—
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কল্য বধিব নিশ্চয়
নীচাশয় জয়দ্রথে সমর প্রাঙ্গণে।
হিমালয় শৃঙ্গ যদি যায় গুড়া হ'য়ে,
শূন্যতোয় হয় যদি সপ্ত বারিনিধি,
দেবাসুর যক্ষ রক্ষঃ কিন্নর সকল,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল একত্র হইলে
অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা কভু হবেনা বিফল,
বাসুদেব ধর্ম্মরাজ না দিলে আশ্রয়।
গুরু হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, ভ্রূণ হত্যা আদি
যত কিছু আছে পাপ অবনী মাঝারে,
সব যেন মোর হয় লঙ্ঘিলে শপথ।
একান্ত প্রতিজ্ঞা যদি না পারি রক্ষিতে,
পশিয়া জলন্তানলে সবার সমক্ষে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ অবলীলা ক্রমে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উত্তরার প্রকোষ্ঠ।

বিধবা উত্তরা।

গীত।

ভেঙ্গে গেছে প্রাণ আমার
ভেঙ্গেছে জনম তরে।
নাহি গো কেউ ধরা মাঝে
সে ভাঙ্গা প্রাণ জুড়িবারে
আপন প্রাণে আপনি থাকি,
আধ ঘুমে মেলি' আঁখি,
প্রাণের কোলে প্রাণ রাখি
থাকিতাম নিশি ভ'রে॥
সে প্রাণ আমার কে ভাঙ্গিল,
কে হেন বাদ সাধিল,
অভাগীরে কাঁদাইল,
জীবনের সাধ ঘুচাল রে॥

——:o:——

উত্তরা। হায় নাথ বার বার করিনু বারণ,
না শুনিলে মানা কোন দহিতে দাসীরে।
না জানি কি পাপে বিধি দিলা হেন জ্বালা!
চিরদিন দগ্ধ হ'তে বুঝিনু বিধাতা
পাঠাইলা অভাগীরে নশ্বর ধরায়।
(অন্যভাবে) একি ভাব মোর?
কেন করি শোক? কিসের শোক?
কি হয়েছে মোর?
উত্তরা!
বেস আছিস্ তুই,
কিবা দুঃখ তোর?
রাজার নন্দিনী তুই রাজ পুত্রবধূ,
স্বামী তোর বীর চূড়ামণি,
স্বাক্ষাৎ শ্রীহরি তোর মাতুল শ্বশুর,
তোর চেযে ভাগ্যবতী নারী কেবা আর
আছে এ ধরায়?
অন্যভাবে)
ভাগ্যবতী—ভাগ্যবতী বটে!
ঐ যে কামিনী করে কুটীরে নিবাস,
দীনা হীনা বেশে,
দরিদ্র স্বামীর সনে,
যাপে কাল অতি কষ্টে,
ভাগ্যবতী বলি ওরে।

ধিক্ রাজ ভোগে !
ধিক্ রাজ বেশে !
ধিক্ রাজ সুখে !
(অন্যভাবে)
এ কি ! কে নিলে আমার প্রাণ ?
কে পালায়ঐ নিয়ে মোর প্রাণ ?
ঐ—ঐ—ঐ
নিয়ে গেল — নিয়ে গেল
কেড়ে নিল।

(মূর্চ্ছা)।

(সুচিত্রার প্রবেশ)।

সুচিত্রা। অহো ! এই কিরে বিশ্ব সংসারের গতি ?
বিধাতঃ হে, এই কিহে বিচার তোমার ?
সরল মূরতি খানি না জানি সংসার,
হাসিত খেলিত নিত্য আপনার মনে,
পশিয়া উদ্যানে সুখে তুলিত কুসুম।
গাইত আপন প্রাণে জোছনা আলোকে,
স্বরগ বিভব আদি না চাহিত কিছু,
রহিত বিভোর শুধু পতিপানে চেয়ে।
কোন প্রাণে হে বিধাতঃ ! এ কোমল প্রাণে
দিলে হেন জ্বালা বল নিদয় হইয়া ?
(উত্তরার মস্তক ক্রোড়ে নিয়া সেবা করা)

উত্তরা (মোহাবেশে)

সাজিয়া বীরেন্দ্র সাজে অভিমন্যু বীর
আসিয়াছে ফিরি এবে পাণ্ডব শিবিরে,
লভিয়া অতুল কীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র রণে।
অপূর্ব্ব তোরণ সব বাজিছে চৌদিকে,
সধ্বজ কদলী তলে রাজে পূর্ণ কুম্ভ।
পাণ্ডব সেনানী থাকি কাতারে কাতারে,
ভেটিছে কুমারে সবে বিজয় নিনাদে।
কুলবালা লাজ বর্ষে অভির মস্তকে,
অগণন তোপধ্বনি হ'তেছে শিবিরে!
(চেতন পাইয়া)
কোথা গেল—কোথা গেল,
হায় কেন মোহ ভঙ্গ হইল আমার,
মোহ কেন চির মোহ না হইল সই?
অহো! অসময় দেখি সবাই নিদয়!
(অন্যভাবে)
দেখ সই, কত দূর আছে প্রাণেশ্বর,
বিনাইয়া দে-লো মোর কুন্তল নিচয়,
আনি ফুল বাঁধ তোড়া, পড়াও ভূষণ,
সহেনা বিলম্ব সই, এল বুঝি অভি!
(অন্যভাবে)
সই, কি কাজ ভূষণে?
নারীর ভূষণ কিবা আছে এ জগতে

প্রিয়তম স্বামী বিনা ? নাই প্রয়োজন,
দেলো সই খুলি' ফেলি' ছাড় অলঙ্কার !
(সচেতনে) কোথা আমি সই ?
কোথা মোর প্রাণধন ? বল সখী বল।
"উত্তরা" "উত্তরা" ডাক, ফুরা'ল কি মোর ?
রাজার দুহিতা, রাজ-পুত্র-বধূ হ'য়ে,
হইলাম হায় ভবে চির অভাগিনী ?
কাল যে উত্তরা ছিনু আজ (ও) তাহা আমি,
(কিন্তু) 'আমার মতন আমি' নাই কেন আজ !

সুচিত্রা। সত্যই কি প্রিয় সখি ! হ'লে পাগলিনী ?
একেত অভির শোকে দ'হিছে পরাণ,
তা'তে তব হেন দশা হেরিয়া নয়নে
কেমনে ধরিব বল পাপ দেহ ভার ?
এরূপে দিবস নিশি ফে'লে নেত্র জল,
কেমনে ধরিবে প্রাণ বল সহচরি ?

উত্তরা। আর কি আছে লো সই জীবনের সাধ ?
উত্তরার সুখ-রবি গেছে অস্তাচলে।
সহচরি, কর এবে সখীর যে কাজ—
চিরদিন দুঃখিনীরে বাসিয়াছ ভাল,
শেষ উপকার মোর সাধহ এখন ;—
ওই শোন ডাকে মোর জীবন ঈশ্বর,
সহেনা বিলম্ব সই, হও লো সদয়।
জ্বেলে দাও চিতা, মোরে দেও'গো বিদায়,

ভুল উত্তরার নাম.এ জনম তবে।
বলিও মায়েরে সই—করিও সান্ত্বনা,
"উত্তরা গিয়াছে সুখে চির শান্তিধামে"

গীত।

ধাও রে প্রাণ আমার ধাও রে তথায়।
প্রাণের পাখীটি আমার গিয়াছে যথায়॥
কতনা যতন ক'রে, হৃদয় পিঞ্জরে পূরে,
কত সাধে কত আশায়, পুষেছিনু তায় :—
এ দীনার সে প্রাণের নিধি, কে লুকাল হায়!
কত কথা প্রাণমাঝে, কহিতে নারিনু লাজে,
মনে হ'লে সে সকল, বুক ফেটে যায় :—
এ পোড়া পরাণ আর, যুড়া'ব কোথায়।
এই দেহ কারাগারে, আর প্রাণ কিসের তরে,
যা-রে ধেয়ে উধাও হয়ে, লইয়ে আমায় :—
যা— যা— যা-রে চলি', প্রাণধন যথায়!

(গমনোদ্যত)

দৈববাণী।

মহাপাপে মগ্ন হ'বে পাণ্ডুবংশ সব,
গর্ভবতী সতি, তুমি ত্যজিলে পরাণ।

শান্ত হও সাধ্বি, তুমি ধন্যা এই ভবে—
সম্মুখ সমরে পড়ি প্রাণেশ তোমার
গেলা চলি স্বর্গ ধামে রাখিয়া কীরতি,
মহাত্মা তোমার গর্ভে লভিল জনম,
যাহা হ'তে বংশোজ্জ্বল হবে এ ভারতে ;
যাও ঘরে, রেখ মতি শ্রীকৃষ্ণের পায়।

উত্তরা। বিধি হে তুমিও বাম অসময় পেয়ে ?

(বেগে প্রস্থান

সুচিত্রা। যাই—
ধায় বালা পাগলিনী প্রায়।

(প্রস্থান)।

বেগে অসিহস্তে উগ্রমূর্ত্তিতে
সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। ধাও বালা উন্মাদিনী বেশে,
নেত্রাসারে ভাসাও মেদিনী,
পুত্র-হন্তা বিনাশিতে
ধায় বীরাঙ্গনা।
নাচ অসি ঝন্ ঝন্।
নাচরে হৃদয় বীরমদে
ক্ষণতরে ভুলি পুত্র শোক।
আর্য্যবংশোদ্ভবা ক্ষত্রিয় ললনা
ধায় আজি শত্রু

প্রতিবিধিৎসিতে।
একি! একি!
চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ডাকিনী নাগিনী,
হাসিতেছে অট্ট হাসি।
বাড়াইছে লোল জিহ্বা
লক্ লক্ লক্!
ওকি! আমার বক্ষের মাণিক,
সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি
ডাকিতেছে মা-মা ব'লে?
আমাব হারা নিধি!
ষাট্ ষাট্ ষষ্টির ধন,
ভয় কি বাপ?
এই যে আমি তোর দুঃখিনী জননী;
এস বাপ!
এস অন্ধেব নয়ন—কাঙ্গালিনীব ধন,
জীবন মরুর মোর সুশীতল ছায়া!
এস বাপ বক্ষেতে আমার।
হায়! হায়! একি হল!
কোথা আমি?—কোথা মোর অভি?
কোন পাষাণ আজি
হরে নিল মোর জীবন-প্রদীপ!
কি করেছি কা'র?
কোন অপরাধে কে'বা জ্বালিল হৃদয়ে

এই দুরন্ত অনল ?
পুত্র ! পুত্র !
হা অভাগীর জীবন,
কোথা তুই বাপ ?
যাহার হাসিতে মোর হাসিত সংসার,
যাহার মলিন মুখে
হ'ত মোর জীবন আঁধার,
একটু অসুখে যার
ত্যজিতাম আহার, বিহার ।
হৃদয়ে পাষাণ বেঁধে,
হায়, সেই ধনে হারাইয়ে আজ—
এখনো পাপিনী আমি সহি দেহ ভার
পুত্রধন—
দুর্ল্লভ রতন ভবে ।
পুত্রহারা জননীর জীবন মরণ—
সকলই সমান !
এই কষ্ট, এ যন্ত্রনা, ব্যক্তকরা ভার ;
অহো ফেটে যায় প্রাণ !
বল আকাশ—বল গ্রহগণ,
কোথা মোর প্রাণের পুতুল ?
ভিক্ষাদাও—ভিক্ষাদাও—
ভিখারিণী আমি !
কিছু নাহি চাহি আর—

ধন, মান, সুখ, রাজভোগ
কিছু নাহি চাই।
দেও ফিরি' বাছারে আমার,
বক্ষে করি' ভিক্ষামাগি'
খাব দ্বারে দ্বারে।
কই, না দেয় উত্তর কেহ,
হায়, সবাই বিরূপ আজি!
পুত্রহারা নারী—চির কাঙ্গালিনী,
কে বুঝিবে দুঃখ মোর?
বিষজ্বালা যেই ভোগে নাই কভু
সে'কি কভু বোঝে বিষের যাতনা?
একি! শোক!
কিসের শোক!
মরিয়াছে পুত্র মোর, গিয়াছে স্বরগে।
ভুঞ্জিছে অনন্ত সুখ!
ক্ষত্রিয় নারীর প্রাণ
না হয় কাতর তাহে।
বধিয়াছে পাপিগণ অন্যায় সমরে
বাছারে আমার,
না করি' বিধান তার
শিশুপ্রায় ফেলিতেছি নেত্রনীর?
ছি—ছি—
হাসিবে ক্ষত্রিয়বালা শুনিলে এ কথা

স্নুভদ্রা! স্নুভদ্রা! জাগ এক বার,
অসি! নাচ এই বার,
শোনিত লহরি!
আজি নাচরে শিরায়
দেখি কোথা
পুত্র ঘাতী পাপাচারগণ।

(বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও বোন্,
ধরহ ধৈরয।

স্নুভদ্রা। আসিয়াছ দাদা!
পড়িয়াছে মনে ভগিনীরে এবে?
ধৈর্য্য? কোথা পা'ব তাহা?
হায়, হায়, কৃষ্ণানুজা না হইযে
হইতাম যদি ভবে দরিদ্রের বোন্
জ্বলিতনা প্রাণ আজি এত!
হায়! ত্রিলোক আরাধ্য
স্বাক্ষাৎ শ্রীহরি অগ্রজ যাহার
সেই স্নুভদ্রার.
একমাত্র অঞ্চলের ধন,
কেড়েনিল দস্যুগণ?
এ দুঃখ রাখিতে ঠাই
নাহিক ধরায়!

কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!
আর বোন্ ব'লে ডাকিওনা মোরে!
ভুলে যাও—ভুলে যাও সুভদ্রার নাম
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও,
দেখি কোথা
পুত্রঘাতী কুলাঙ্গারগণ?

কৃষ্ণ। বোন্,
নিয়তির বাধ্য সব এ জগতে,
কার শক্তি খণ্ডাইতে তারে?
সংসারের গতি এই।
বীরবালা তুমি
শোকাগুনে নাহি দহে
কভু বীর-হিয়া।
এ সংসার, বিষম পরীক্ষাস্থল,
জ্ঞানবতী তুমি
তোমারে বুঝাতে শক্তি নাহিক আমার

সুভদ্রা। হরি,
যার প্রাণে পুত্রশোক দহে সে কেমন,
কেমনে বুঝিবে তুমি।
নারী ভিন্ন নারীর বেদন
কে বুঝিতে পারে?
সত্য বটে বীরাঙ্গনা
না হয় কাতর শোকে,

বারিনিধি যথা হৃদে
বহে ধীরে
বাড়ব অনল,
তথা বীরবালা রাখে চাপি হৃদে
শোক হুতাশন।
ভেবে দেখ দাদা,
কিরূপে ত্যজিল প্রাণ
পুত্রধন মোর।
মনে হ'লে সেই কথা
ফেটে যায় বুক !
অহো দাদা,
তুমি যার মাতুল এ ভবে
সেই ধনুর্দ্ধর
ত্যজিল পরাণ দস্যুকরে ?
কহ দাদা, কহ মোরে
কেমনে এ জ্বালা, সহিব পরাণে।

কৃষ্ণ। শান্ত হও বোন্,
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি পুত্রধন তব
গেল চলি স্বর্গধামে।
এবে তব অভি
মহাসুখে নিত্যধামে কাটাইছে কাল।
স্পর্শ কর মোরে (স্পর্শকরণ)
হের ওই———

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

সিংহাসনে শাপমুক্ত চন্দ্র ও রোহিনী।

(অপ্সরাগণের গীত)

প্রাণে প্রাণে, বঁধু সনে, বধূ মিলিল সই—
দেখ লো দেখ লো ওই।
বদন বদন পর, রাখিয়ে পরাণ ভোর,
সুধার সুধারা, পিয়ে প্রাণহারা,
হইল দুজনে লো—
দোহার পানে, বিভোর প্রাণে,
চাহিয়ে দোহেই রহিল তাই॥
বহিছে মলয় বায়, জুড়াল তাপিত কায়,
পিক কুঁহু গানে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
আকুল করিল লো—
মদন বাণে, উভয় প্রাণে
বহিল প্রেমের তুফান সই॥

—:○*○:—

যবনিকা পতন।



কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক।

(কাব্য)

—(*)—

এই কাব্যখানি অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে আদৃত হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয়, ভাষা, ছন্দ ও চরিত্র সকলই নিখুঁত হইয়াছে। ইহাতে কবি আদর্শদম্পতী, আদর্শবীর, আদর্শজননী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নীতিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ চিত্রের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন। গ্রন্থ খানিতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতি-শিক্ষা দিতে কবি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা অতি সরল; কাহারও পড়িয়া বুঝিতে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। বই খানি ভাল কাগজে ভাল অক্ষরে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত এবং সুন্দর বাঁধান। আমরা বিজ্ঞাপনের বিশেষ আড়ম্বর করিতে চাই না। নিম্নে কতিপয় প্রসংশা পত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ তদ্দ্বারাই গ্রন্থের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন, আশা করি।

উড়িষ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন ঃ—

"আপনার কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছে। চিরস্মরণীয় মধুসূদনের অনুকরণ বড় সহজ নহে, তথাপি আপনি

সে ছন্দ রচনায় বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার ছন্দ অতি সরল ও সহজ, পড়িয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি।”

কলিকাতার সাহিত্যসভার সেক্রেটারী, টাকীর বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল বলেন ঃ—

“আমি পুস্তক খানির যতদূর পড়িয়াছি তাহাতেই উহার ভাষা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি! গ্রন্থের বিষয়টী মহাভারত মূলক সুতরাং সুপরিচিত হইলেও আপনার লিখন কৌশলে অনেকস্থলে ‘কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক” নূতন আকার ধারণ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।”

কলিকাতার হাইকোর্টের জজ মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ঃ—

“কাব্য খানি সুন্দর হইয়াছে।”

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় বলেন ঃ—

“আপনার কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক কাব্য পাঠে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে আপনার কবিতা রচনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হয়।”

কলিকাতা শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত লালগোপাল সেন মহাশয় বলেন ঃ—

"আমি ইহা (কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক) পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইহার রচনা ও বিষয় অতি সুন্দর হইয়াছে।"
(ইংরেজীর অনুবাদ)

কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় বিখ্যাত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলেন ঃ—

"তুমি যে এত সুন্দর লিখিতে পার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এমন কি এরূপ রচনায় একজন শ্রেষ্ঠ কবিও যশস্বী হইতেন। তোমার এই প্রথম উদ্যম নিশ্চয়ই তোমাকে বর্ত্তমান, বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন দান করিবে।"

স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, "জীবন" ও "জলাঞ্জলি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন বলেন ঃ—

"আপনার উপহার "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" অদ্য পাঠ করিয়া শেষ করিলাম। পুস্তকখানা সুন্দর হইয়াছে। লেখা সরল, স্থানে২ কবি-কল্পনার মাধুর্য্য আছে। দ্বিতীয় সর্গে চিত্র দর্শনের অবতারণা অভিনব, উহাতে পুস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা ও ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ আপনি সুন্দররূপেই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম।

চব্বিশ পরগনার জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সরকার মহাশয় বলেন ঃ—

"তোমার রচিত পুস্তকখানা পড়িয়া আহ্লাদিত হইলাম।

তোমার ৺ বাবা মহাশয় একজন সুকবি ছিলেন। তুমি যে তাঁহার ঐ অলৌকিক সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছ ইহা বড়ই প্রীতির বিষয়।"

বরিশাল ফৌজদারীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত লাল মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন:—

"তোমার প্রেরিত কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক বহি পাইয়া পড়িয়া দেখিয়াছি। উত্তম কাব্য লিখিয়াছ। ছাপা, বাইণ্ডিং কাগজ উত্তম।"

হিতবাদী ১৩০৮ সন ৫ই পৌষ:—

"লেখক নবীন, তিনি কবিতার চর্চ্চা করিলে প্রবীণ কালে যশস্বী হইতে পারিবেন।"

ঢাকা গেজেট ১৩০৮ সন ২৮শে মাঘ:—

"ইহা একখানি বীরকরুণরসাত্মক কাব্যগ্রন্থ। সপ্তরথী মিলিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একটী বীরশিশুকে অন্যায়রূপে নিহত করা হইয়াছিল, তাহারই পূণ্য কাহিনী মনোহর অমিত্রাক্ষর ছন্দে এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে * * বীরশিশুকে গর্হিতরূপে বিনিহত হইতে দেখিয়া গ্রন্থকার মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছেন, এ গ্রন্থখানি সেই মর্ম্মযাতনারই ক্ষীণ অভিব্যক্তি। গ্রন্থের স্থানে স্থানে মনোহর ভাবোচ্ছ্বাস ও ভাষার লালিত্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

১৩০৮ সন ১০ই বৈশাখ সারস্বত পত্র বলেন:—

"কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" কাব্য শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। বইখানি সুন্দর বাঁধান এবং ভাল কাগজে ভাল অক্ষরে

পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। কাব্যের বিষয়, অভিমন্যু বধ। ষোড়শবর্ষীয় বালক অভিমন্যুকে সপ্তমহারথীর একযোগে আক্রমণ এবং নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহার প্রাণ সংহার, বীর নামের কলঙ্ক নয় ত কি? এই হেতুই কবি, অভিমন্যুবধকে বীরক্ষেত্রের কলঙ্করূপে নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের নাম "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" রাখিয়াছেন। নামটি ঠিক হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় সমস্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, মাঝে দুই চারিটী ক্ষুদ্র কবিতা মিত্রাক্ষরেও লিখিত হইয়াছে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় মধুসূদনের সমকক্ষ কেহ এখনও হইতে পারেন নাই, কালীভূষণ ও সেইরূপ। কিন্তু পদবিন্যাসের মাধুরী ও প্রাঞ্জলতায় মধুসূদনের অনুকারী অমিত্রাক্ষর লেখকদিগের মধ্যে কালীভূষণ প্রথম শ্রেণীতেই আসন পাইবার যোগ্য। মাঝে মাঝে দুই একটী ব্যাকরণ গত ভুল ও মুদ্রাকার প্রমাদ রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে কালীভূষণের এই ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে ঈদৃশ পদ্য রচনায় মাইকেলের পরে ভাষা বিষয়ে আমরা বিশুদ্ধ আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম। কুরুক্ষেত্রকলঙ্কের স্থানে ২ কবিত্ব পরিস্ফুট দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি!

আমরা দেখিয়া একান্ত সুখী হইয়াছি যে, কালীভূষণের কুরুক্ষেত্র কলঙ্কের কোন চরিত্রে কোন দিক দিয়া কলঙ্ক স্পর্শ ঘটে নাই। যেটী যেমন হওয়া উচিত, প্রায় ঠিক তেমনি হইয়াছে। প্রথম চেষ্টায় ইহাই যথেষ্ট। আমাদিগের বিশ্বাস যত্ন করিলে কালে কালীভূষণ, কবিভূষণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।"

অনুসন্ধান ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩০৯ঃ—

* * যেপুস্তক দ্বারা সমাজের কোন-না-কোন শ্রেণীর বিন্দু পরিমাণও উপকার দর্শিতে পাবে বিবেচনা করি, তাহারই আমরা সুখ্যাতি করিয়া থাকি। * * * * এ বিষয়টি কাব্যোচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * লেখকের দৃশ্য বর্ণনার শক্তি আছে, স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে।

* * আমরা এই নবীন কবির প্রশংসাই করিলাম, শুদ্ধ সৎসাহিত্যের সেবায় তিনি যশস্বী হউন।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোটী,

প্রকাশক।

পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান :—কলিকাতা মেডিকেল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকা, কালীগঞ্জে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।